বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

রূপান্তরের রূপকল্পে...

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

মুক্তপাঠাগার

“মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে,
সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত,
তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত।
এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক
কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।
ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে,
নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে!
হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে,
তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!”

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

আধুনিক সভ্যতার নির্মাতাই হচ্ছে বই। পৃথিবীতে জ্ঞানকে সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে বই ছাপানোর আগে থেকেই। ইতিহাসে যে দেশ জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সভ্যতায় যত বেশি এগিয়ে ছিলো তাদের ছিলো তত বড় বড় লাইব্রেরি। আজও তাই। গ্রন্থাগার মানবজাতির মস্তিষ্কস্বরূপ, দেশ ও জতির সভ্যতার মানদণ্ড ও শক্তির পরিচায়ক। সেজন্য গ্রন্থাগার তৈরি, সংরক্ষণ ও বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন সর্বমুখী ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' সিদীপের পক্ষ থেকে এমনই একটি আবশ্যিক উদ্যোগ। এ পাঠাগারের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে বই থাকে পাঠকের হাতের কাছে ও তারা কোনো বাধা ছাড়াই এখান থেকে বই নিয়ে পড়তে পারেন। এটি সিদীপ পরিচালিত একটি অভিনব সামাজিক উদ্যোগ।

সংস্থার শিক্ষাসুপারভাইজারগণ নিজ নিজ এলাকার বইপ্রেমী মানুষদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে স্থানীয় কোনো স্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটি মুক্তপাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তাদের সম্মতি সাপেক্ষে সংস্থা থেকে একটি বইয়ের তাক নির্মাণ করে উক্ত স্কুল বা কলেজের দেয়ালে স্থাপন করা হয়। যেখান থেকে ছাত্রছাত্রী বাধাহীনভাবে পড়ার জন্য বই নিতে পারে ও ইচ্ছেমতো ফেরত দিতে পারে। এ পর্যন্ত ১১টি জেলায় ৩০টি স্কুলে এ মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে শিক্ষার্থীদের বই পড়াকে কেন্দ্র করে সারাবছরব্যাপি নানা ধরনের কার্যক্রম আয়োজন করা হয়– যেমন: সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান, বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার নিয়ে তথ্যচিত্র

তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করছে ছায়া কমিউনিকেশন। ৩০ মে ২০২৪ নারায়ণগঞ্জে সিদীপের সোনারগাঁও শাখার আওতায় বৈদ্যেরবাজার নেকবর আলী মুন্সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তপাঠাগার নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ চলছে। এটি পরিচালনা করছেন রঞ্জন মল্লিক।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের তালিকা

ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	শাখার নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
১.	সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	লালপুর (গোপালপুর)	-	নাটোর
২.	বাঘা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	বাঘা	বাঘা	রাজশাহী
৩.	ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	পুঠিয়া	পুঠিয়া	রাজশাহী
৪.	দেবোত্তর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	দেবোত্তর	আটঘরিয়া	পাবনা
৫.	বোয়াইলমারি উচ্চ বিদ্যালয়	বালুচর	ভাঙ্গুড়া	পাবনা
৬.	সেন্ট যোসেফ্স স্কুল এন্ড কলেজ	বনপাড়া	বনপাড়া	নাটোর
৭.	এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়	চারগাছ	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮.	ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	ভাঙ্গুরা	ভাঙ্গুরা	পাবনা
৯.	রাজাপুর ডিগ্রী কলেজ	রাজাপুর	বড়াইগ্রাম	নাটোর
১০.	রাবেয়া মান্নান ভূঁইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	নয়নপুর	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১১.	দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	সিংড়া	সিংড়া	নাটোর
১২.	হাজীগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	হাজীগঞ্জ	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
১৩.	কুটি অটলবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়	কুটি	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৪.	বৈদ্যের বাজার নেকবর আলী মুন্সী (এনএএম) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সোনারগাঁ	সোনারগাঁ	নারায়ণগঞ্জ
১৫.	সফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সিদ্ধিরগঞ্জ	সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৬.	রোকনউদ্দিন মোল্লা গার্লস স্কুল	আড়াইহাজার	আড়াইহাজার	নারায়ণগঞ্জ
১৭.	ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	রায়পুর/গৌরীপুর	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
১৮.	চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়	বারইয়ারহাট	মীরসরাই	চট্টগ্রাম
১৯.	হায়দারাবাদ হাজী ইয়াকুব আলী উচ্চ বিদ্যালয়	হায়দারাবাদ	মুরাদনগর	কুমিল্লা
২০.	গৌরীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	সাঁথিয়া	সাঁথিয়া	পাবনা
২১.	কাশীনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাশীনাথপুর	সাঁথিয়া	পাবনা
২২.	দোসাইদ অধন্য কুমার উচ্চ বিদ্যালয়	আশুলিয়া	সাভার	ঢাকা
২৩.	দাদনচক হেমায়েত মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৪.	কাশিমপুর হাই স্কুল এন্ড কলেজ	কাশিমপুর	গাজীপুর	গাজীপুর
২৫.	হাজী আব্দুল মালেক উচ্চ বিদ্যালয়	নবীগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ
২৬.	লতিফা সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বড় কুমিরা	সীতাকুণ্ড	চট্টগ্রাম
২৭.	সীতাকুণ্ড সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সীতাকুণ্ড	সীতাকুণ্ড	চট্টগ্রাম
২৮.	আবুতোরাব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মীরসরাই	মীরসরাই	চট্টগ্রাম
২৯.	সালাহউদ্দিন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাইস্কুল	মদনগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ
৩০.	নেকজান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	ভোলাহাট	ভোলাহাট	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

গ্রামীণ মানুষের বিশেষত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির জীবনমান পরিবর্তনে নিবেদিত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ সংস্থা কাজ করে থাকে।

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ সাল

সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী (সভাপতি)
অধ্যাপক আহমেদ কামাল (সহসভাপতি)
ড. আব্বাস ভূঁইয়া
ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান এ এইচ আলমগীর
জনাব মো. ইকবাল করিম
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
জনাব মো. হাসান আলী
ড. এটিএম ফরিদ
ড. জলিলুর রহমান খান
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব সালেহউদ্দীন আহমেদ
জনাব সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (সদস্য সচিব)

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

২২ আগস্ট ২০২৩ ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সকালে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর কবর জিয়ারত এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এদিন দুস্থদের মাঝে খাবার এবং মশারি বিতরণ করা হয়।

বিকেলে সংস্থার সভাকক্ষে তাঁর স্মৃতিচারণ, তাঁকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করা হয়। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের স্থায়ী/অস্থায়ী (নিয়মিত) সহকর্মিগণ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের জন্য কমপক্ষে একটি করে বই দান করেন। সিদীপের প্রতিটি শাখায় তাঁর স্মৃতিচারণ, মাগফিরাত ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

রূপকল্প

টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন	সততা ও নিষ্ঠা
টেকসইতা	দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা
অন্তর্ভুক্তিকরণ	স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
ন্যায়পরায়ণতা	মানবিক মর্যাদা

সংস্থার আইনি সত্তা Joint Stock Companies and Societies Act of 1860 এর আওতায় নিবন্ধিত– No: S-1654(03)/95
MRA সনদপত্র নং– ০০৩৪১-০০৭২৭-০০০৯৭

সূচি

সূচনা ১২

আর্থিক সেবা ২৩

সদস্য সুরক্ষায় সিদীপ ২৯

শিক্ষা ৩১

স্বাস্থ্য ৩৪

সমৃদ্ধি ৩৮

উন্নয়ন প্রকল্পগুচ্ছ ৪৪

গবেষণা ও প্রকাশনা ৫০

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৬০

ডিজিটাইজেশন ৬৪

অন্যান্য কার্যক্রম ৬৭

আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা ৭৪

নিরীক্ষা প্রতিবেদন ৮১

চেয়ারম্যানের কথা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে সিদীপের ২৯ বছর পূর্ণ হলো। সিদীপ মূলত গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের আর্থিক ঋণ সহায়তা দানকারী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) হিসাবে কাজ শুরু করে ১৯৯৫ সাল থেকে। এই দীর্ঘ সময়ে এই ঋণ সহায়তার কাজটি করা ছাড়াও সহায়তার প্রকৃতি ও কার্যক্রমের ধরনে পরিবর্তন এসেছে অনেক। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষদের সামাজিক জীবনে উন্নয়ন ঘটাতেও প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ যারা নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় অমনোযোগী কিংবা অপারগ তাদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তান যারা পড়া শিখতে না পেরে স্কুল ছেড়ে দেয় তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)– এ ধরনের অভিনব ও দুরূহ কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

অতি সম্প্রতি গ্রামের স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এটি 'মুক্তপাঠাগার' সৃষ্টিতে কাজ করছে। সিদীপের শিসক কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারগণ গ্রামের পড়ুয়া লোকজনের কাছ থেকে উপহার হিসেবে বই জোগাড় করে তা দিয়ে এই মুক্তপাঠাগার গড়ে তুলছেন। তারা গ্রামপর্যায়ে অবস্থিত কোনো একটি স্কুল বা কলেজের দেয়ালে লাগানো খোলা শেলফে সংগৃহীত বইগুলি সাজিয়ে রাখেন। যেকোনো শিক্ষার্থী স্কুল চলাকালে এখান থেকে তার পছন্দমত বইটি বাড়িতে নিয়ে পড়তে পারে ও পড়া শেষে ইচ্ছেমত রেখে দিতে পারে, কারো কাছ থেকে কোনো অনুমতি ছাড়াই। এমন ধারণা নিয়ে গড়ে তোলা 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' এ পর্যন্ত দেশের ১১টি জেলায় মোট ৩০টি স্কুলে স্থাপন করা হয়েছে। এলাকার বইপ্রেমী মানুষ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক সকলের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এ কার্যক্রমটি এখন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এ ধরনের পাঠাগারের প্রতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ জনগণের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে।

এ ধরনের অভিনব কাজ করা সিদীপের জন্য সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে প্রতিষ্ঠানটি কোনো বিদেশি সাহায্য না নিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পেরেছে। সিদীপ নিজেদের অর্থ দিয়ে কিভাবে এ সকল কার্যক্রম কতটা সফলভাবে পরিচালনা করছে তার একটি মূল্যায়ন করছে একটি নিরপেক্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটির খসড়া তৈরির কাজ শেষ হয়েছে, শীগগিরই এটি চূড়ান্ত হবে। এছাড়াও অন্য সব কার্যক্রমের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে তা পাঠ করলে এর গভীরতা উপলব্ধি করা যাবে।

যাই হোক, আমাদের মুল কার্যক্রম কিন্তু 'ঋণ কর্মসূচি'। এটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রতি বছরের মত এ বছরও আমাদের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, সঞ্চয় বেড়েছে, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও স্থিতি বেড়েছে, সেইসঙ্গে বেড়েছে বকেয়া ঋণের পরিমাণ। এটি উদ্বেগজনক। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যারা ঋণ সময়মত পরিশোধ করতে পারছেন না, তাদের অনেকেই যে

প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ যারা নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় অমনোযোগী কিংবা অপারগ তাদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তান যারা পড়া শিখতে না পেরে স্কুল ছেড়ে দেয় তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)– এ ধরনের অভিনব ও দুরূহ কাজ করে চলেছে সিদীপ

খাতে ঋণ নিচ্ছেন সে খাতে বিনিয়োগ করতে পারছেন না। কেন পারছেন না, বিষয়টি তলিয়ে দেখা দরকার। বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গরীব মানুষেরা আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে পারছেন না। সেজন্যই কি এক খাতের ঋণ নেয়া টাকা অন্য খাতে ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছেন বকেয়া সদস্যরা? এটি শুধু সিদীপে নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা করার তাগিদ অনুভব করছি।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এ বছরও। শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা সম্প্রসারিত হয়েছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে শিক্ষিকাদের সংখ্যাও। তবে নানা কারণে সরকারিভাবে স্কুল মাঝে মাঝে বন্ধ থাকায় পড়াশোনায় ছেদ ঘটেছে। বছরশেষে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' পরিচালনায় আমরাও কুলিয়ে উঠতে পারিনি, তবে তা পরবর্তীতে পুনরায় চালু করার ইচ্ছা আছে। স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং সেবা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। সংস্থার আইটি বিভাগ নতুন নতুন উপায়ে আর্থিক ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তি সহজ ও ত্বরান্বিত করে তুলছে। এ বছরই আমরা আমাদের প্রধান কার্যালয়টি ক্রয়কৃত নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছি। সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি ঊর্ধ্বমুখী। এর পেছনে সংস্থার যে সকল কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জানাই।

এ সকল এবং বিভিন্ন সাফল্যের বিবরণী যারা চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করে এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ সকল কাজ বাস্তবায়নে যারা আমাদের বুদ্ধি, পরামর্শ ও আর্থিক-কারিগরি সহায়তা দান করেছেন তাদের প্রতি, বিশেষ করে এমআরএ, পিকেএসএফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাইকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এবারকার গভর্নিং বডির সকল সম্মানিত সদস্য নিয়মিত সকল সভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং সংস্থার সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণসভা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে নানা সময় আলোচনা করে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন, কেউ কেউ বিভিন্ন কমিটিতে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতিও।

নতুন সময়ে রূপান্তরের রূপকল্পে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে সিদীপ– এই প্রত্যাশা।

ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেসের কার্যক্রম, তৃণমূলে সাফল্যের কথা, গবেষণা-প্রকাশনা, অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদির সার্বিক প্রতিফলন ঘটেছে চলতি বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে। এ বছরটি যে চ্যালেঞ্জিং হবে সে অনুমান গত বছরই প্রকাশ করেছিলাম। তবে আমরা চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করেছি। এটি সম্ভব হয়েছে সর্বস্তরের সকল কর্মীর কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতির কারণে। সংস্থায় দক্ষ কর্মপ্রণালীর ওপর ভর করে আমরা সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পেরেছি। ফলে প্রথমবারের মত ১৫০০ কোটি টাকা ঋণস্থিতির মাইলফলক অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি।

সংস্থার ঋণগ্রহীতা, ঋণস্থিতি ও সঞ্চয় সবই যথাক্রমে ৩.৮%, ৯.৭৬% ও ১৪.৮৯% হারে বেড়েছে। কর্মীদের দক্ষতার প্রকাশ ঘটেছে কর্মী ও সদস্যের অনুপাতে এবং কর্মীপ্রতি ঋণস্থিতির উন্নতিতে। সম্প্রতি আমরা পার্টনারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম চালু করেছি ও গ্রাহক সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছি। যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি তার মধ্যে উদাহরণ হিসেবে বকেয়া ও আর্থিক খরচের বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে সুদের হার বাড়ানোর ফলে সংস্থার আর্থিক ব্যয় বেড়ে প্রায় ২৭% হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, দক্ষ প্রশাসনিক ব্যয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা একইরকম উদ্বৃত্ত ধরে রাখতে পেরেছি।

বকেয়া বৃদ্ধি কেবল সিদীপের নয়, সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্যই একটি চ্যালেঞ্জ। উল্লেখ্য যে, এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের কৌশল নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর মাঝে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে এমআরএ ও পিকেএসএফ চলার পথে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

এ বছর নতুন এলাকায় ব্রাঞ্চ সম্প্রসারণের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কারণে তা করা হয়নি। একইসঙ্গে মাঠপর্যায়ে উন্নত ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ২৫টি বড় ব্রাঞ্চকে বিভক্ত করে আমাদের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করেছি যার ফলে বর্তমানে সংস্থার ব্রাঞ্চসংখ্যা ২২৬এ পৌঁছেছে। ব্রাঞ্চের আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্রাঞ্চ ব্যবস্থাপনা সংহত করা হয়েছে। দক্ষ হিসাব ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক নিয়োগের কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

এ বছরটি যে চ্যালেঞ্জিং হবে সে অনুমান গত বছরই প্রকাশ করেছিলাম। তবে আমরা চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করেছি। এটি সম্ভব হয়েছে সর্বস্তরের সকল কর্মীর কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতির কারণে। সংস্থায় দক্ষ কর্মপ্রণালীর ওপর ভর করে আমরা সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পেরেছি

আমাদের এক সহকর্মী ভাল প্রস্তাব পেয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে হেড অব মাইক্রোফাইন্যান্স পদে এবারই প্রথম আভ্যন্তরীণ নিয়োগ হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই দীর্ঘ ১৭ বছর আত্মনিবেদিত কর্মজীবনের পর জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদের পরিচালক-প্রোগ্রাম হিসেবে অবসর গ্রহণের কথা। অসাধারণ নেতৃত্বের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এ অর্থবছরের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো আমাদের কর্মী সমাবেশ যেখানে সবাই কর্ম ও দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং এখানে সরাসরি মাঠপর্যায়ের কর্মীদের প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ পাওয়া গেছে।

এ বছর বন্ড মার্কেট থেকে আমাদের মূলধন বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আশা করছি এটি সংস্থার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। নতুন নতুন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ চেষ্টা এগিয়েছে ও আমরা আশাবাদী। কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংস্থার ভিতরে ও বাহিরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বাড়ানো হয়েছে। আনন্দের সঙ্গে বলছি, সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রোগ্রাম, অডিট ও মানবসম্পদ টিমের সহায়তায় মাঠকর্মী ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের জন্য একটি নতুন ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা হয়েছে যা সামনের বছরে বাস্তবায়িত হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত আমাদের স্পেশাল প্রোগ্রামগুলো সফলভাবে চলছে এবং নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়ছে। এ বছর অবসর নেয়া জনাব মনজুর কাদের আজাদকে বিশেষ ধন্যবাদ শিসকে ও গবেষণা-প্রকাশনা ডিপার্টমেন্টে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য।

সংস্থার সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ গত বছরও ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। তাঁদের পথনির্দেশনামূলক অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে রিস্ক এন্ড অডিট কমিটির সদস্যগণকে বিশেষ ধন্যবাদ। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অনেক ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। আমাদের চলার পথে তাঁদের সমর্থন ছিলো খুবই মূল্যবান। সিদীপ টিম প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সবার মিলিত শক্তি ও নিঃশর্ত আন্তরিকতার কথা। সবশেষে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ও অলক্ষ্যে সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে।

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৯ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

জনাব ফজলুল বারি
জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
সৈয়দ সাঈদ উদ্দিন আহ্‌মেদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
জনাব এম খায়রুল কবীর
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব শফিকুল ইসলাম
জনাব সালেহা বেগম
অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার
জনাব ফাহমিদা করিম
জনাব ম্যালভিন এফ আলম
জনাব সৈয়দ সাকিফুল হাসান
জনাব যুবায়ের এম শোয়েব
জনাব মোহাম্মদ রাসেল আমিন
ডাঃ মুনীর আহমেদ
জনাব মো: আব্দুস সাত্তার সরকার
ডাঃ সাদিয়া এ চৌধুরী
জনাব নাজমুস সালেহীন
জনাব সোহেলীয়া নাজনীন হক
ডা: তাসনিম আহমেদ

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩এ সিদীপের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

জনাব ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
ভাইস চেয়ারম্যান

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
সদস্য

জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
সদস্য

জনাব নার্গিস ইসলাম
সদস্য

জনাব শফিকুল ইসলাম
সদস্য

ডা. মুনীর আহমেদ
সদস্য

জনাব ফাহমিদা করিম
সদস্য

জনাব মিফতা নাঈম হুদা
সচিব/নির্বাহী পরিচালক

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৫টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

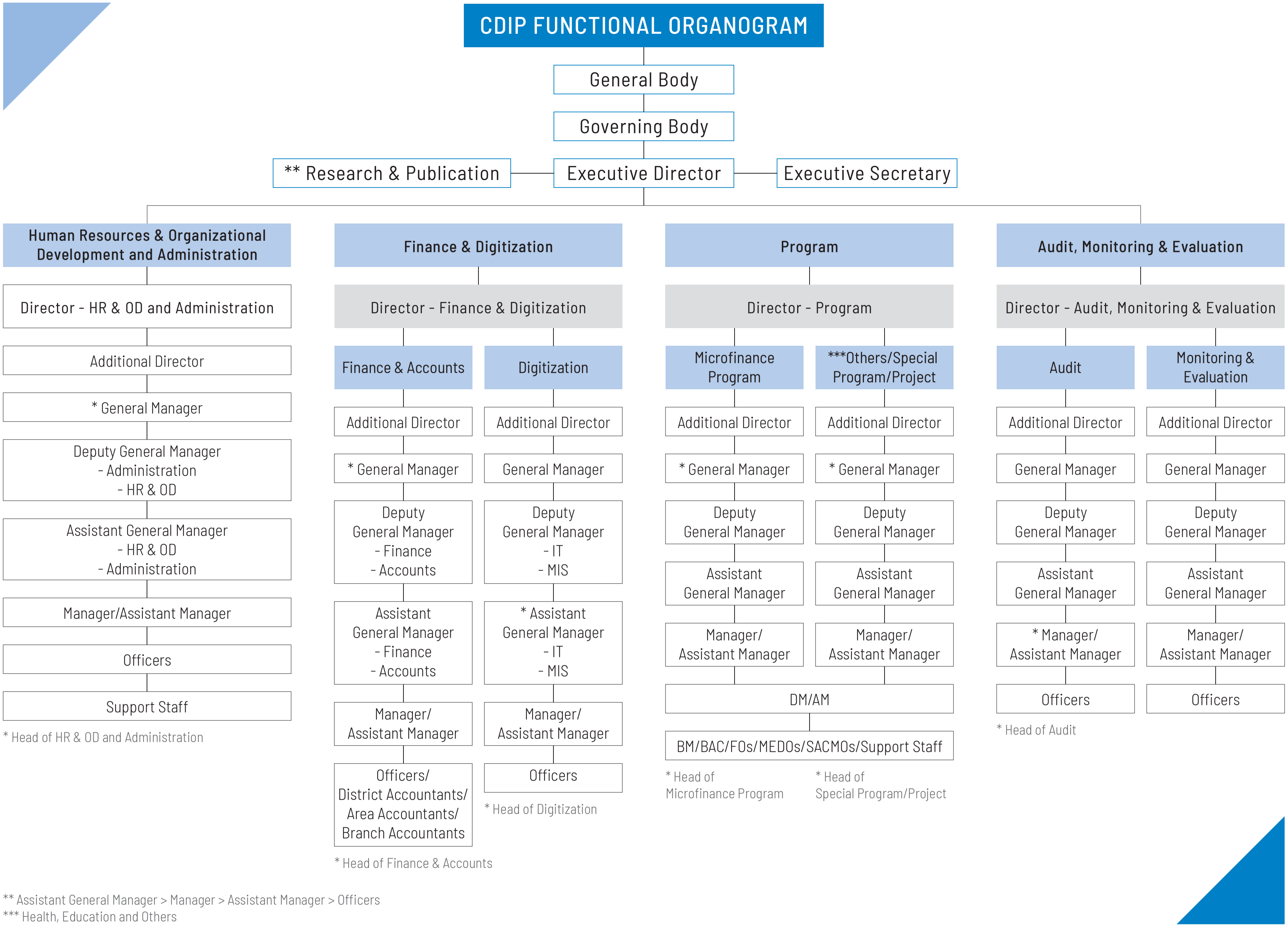

** Assistant General Manager > Manager > Assistant Manager > Officers
*** Health, Education and Others

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়মমাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি নিম্নে দেওয়া হলো।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মিফতা নাঈম হুদা	নির্বাহী পরিচালক
জনাব এস. এ. আহাদ	পরিচালক-ফাইন্যান্স এন্ড ডিজিটাইজেশন
জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ	পরিচালক-প্রোগ্রাম
জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান	জিএম এন্ড হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস
জনাব মো: ইব্রাহিম মিঞা	জিএম এন্ড হেড অব এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন
জনাব অমিত কুমার রায়	ডিজিএম এন্ড হেড অব ডিজিটাইজেশন
জনাব আবু খালেদ	ভারপ্রাপ্ত 'হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম'
জনাব মো: আমিনুল ইসলাম	সিনিয়র ম্যানেজার এন্ড হেড অব অডিট
জনাব আলমগীর হোসেন খাঁন	ডেপুটি ম্যানেজার-রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব শান্ত কুমার দাস	এজিএম-মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম
জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	এজিএম-মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম
জনাব আবু সালেহ নুর মহাম্মদ	এজিএম-মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম
জনাব দীপ কুমার রায় মৌলিক	এজিএম-আইটি
জনাব সচ্চিদানন্দ দাস	এজিএম-ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস
জনাব মো: বদরুল আলম	সিনিয়র ম্যানেজার (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট)
জনাব ফারহানা ইয়াসমিন	সিনিয়র ম্যানেজার-ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট
জনাব মো: মামুন	সিনিয়র ম্যানেজার-ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ
২০২৩-২০২৪

নতুন আশার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার হচ্ছে সিদীপের উনত্রিশ বছর। দেশ ও সমাজের ঝড়ঝাপটাময় অগ্রগতির পথযাত্রায় আমরা সবসময় গ্রামপর্যায়ে অবস্থিত সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে থেকেছি। তাদের জীবন-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আমরা আরও মনোবল নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছি। ভালমন্দ সবই আমাদের সঞ্চয়, তবু পিছিয়ে পড়া মানুষের অগ্রগতিতে আমাদের আংশগ্রহণ ও সাফল্য গর্বের। এ বছরের ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরা হলো।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ৩০টি জেলার ১৬৯টি উপজেলায় ১,৮২৫টি ইউনিয়নে মোট ৮,৩২৬টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ২২৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিগত বছরের ২,৯৮,৫৬৫ জন সদস্য থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ৩,১৭,১৭৪ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২,৬২৭.৮৭ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ২,৩৬৩.৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.১৭%। এ বছর ঋণ আদায়ের হার (OTR) ৯৭.৫২%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ১,৪৫১.৫৬ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৯৩.২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৭৬%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫৯.৯০ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৮৩.৩৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি ৬৪৩.২৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৬৩.১৩ কোটি টাকা। এই অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৮৫.৯৩ কোটি টাকা– যা মোট ঋণস্থিতির ৫.৩৯%।

জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ৮৬.৬৩ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে। এমআরএ'র নির্দেশনা মোতাবেক ঋণের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত হয়েছে।

এ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২.৮৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৩৮ কোটি টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয়স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫৫.৩৪ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

বর্তমানে ১৩৬টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে (শিসক) ২,৬৯৬টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের প্রাকপ্রাথমিক, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির প্রায় ৫৩ হাজার শিশুকে স্কুলের পড়া তৈরিতে পাঠসহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে কাজ করছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১৯টি জেলায় ১৩৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৮,১৬৪ জন শিশুসহ সর্বমোট ২,৯৩,৬০৭ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে যাতে সেবার মান ও উপকারভোগীরও সংখ্যা বাড়ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে এ বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নে ২টি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম চলছে– যার মূল কথা উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তৃতি

এ অর্থবছরেও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য সকল কর্মসূচিতে নতুন নতুন সফটওয়্যার ও অ্যাপসের ব্যবহার বেড়েছে। ঋণকার্যক্রমে সংস্থার সদস্যদেরকে মোবাইলে ঋণ ও কিস্তি সংক্রান্ত ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে ও বর্তমানে এর চর্চা ও চাহিদা আরও বেড়েছে। সংস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ

এ অর্থবছর শেষে মোট জনবল ৫,৫৩০ জন হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ৯৪১ জনকে নিয়োগ, ২৯৬ জনকে গ্রেড/পদোন্নতি এবং ২৬৪ জনকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৯,৬২৮ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

স্কুলে ছাত্রছাত্রীর ওপর মুক্তপাঠাগারের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চারগাছে একটি স্টাডির কাজ শুরু করা হয়েছে। সিদীপের নিয়মিত প্রকাশনা শিক্ষালোকের ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হয়েছে। বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন করে ৪০টি শাখায় শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

দেশের ১১টি জেলায় সংস্থার কর্ম-এলাকায় অবস্থিত ৩০টি স্কুল/কলেজে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' স্থাপন করা হয়েছে। এসব মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন, রচনা-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত চলছে।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে 'সিদীপ'-এর অডিট করছে। সিদীপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবছরে সংস্থার ব্রাঞ্চে ২৬৯টি সাধারণ অডিট এবং ২২০টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১২৮.৫৬% যা বিগত বছরে ছিল ১২৩.৯৫%।

এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ৩৬৩.৩০ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৭৯.৮৩ কোটি টাকা । ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ৮৩.৪৭ কোটি টাকা।

এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৫৯৩.২৫ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ১৪২.১২ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৭৩৫.৩৭ কোটি টাকা।

জুন ২০২৪ এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ১৪৬৮.৬৫ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ১৯৭২.৭৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৭৪.৪৫% যা বিগত বছরে ছিল ৭৫.৪৯%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ৩০.৭৩% যা বিগত জুন ২০২৩ এ ছিল ২৮.৫৭%।

জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে

সিদীপ

সিদীপের কার্যক্রম

আর্থিক সেবা

৩০ জেলা

১৬৯ উপজেলা

১৮২৫ ইউনিয়ন/পৌরসভা

৮৩২৬ গ্রাম

নতুন এলাকায়

২৫টি ব্রাঞ্চ বৃদ্ধি

২২৬ ব্রাঞ্চ

সিদীপ মূলত একটি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে এবং ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলছে। সেই লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগ/কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারণ করে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের আর্থিকসেবা প্রদান করে আসছে। যেমন: ক্ষুদ্র চাষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য জাগরণ ঋণ, যাদের প্রকল্প আছে কিন্তু অর্থের জন্য প্রকল্পটি বড় করতে পারছে না তাদের জন্য অগ্রসর ঋণ, সমাজে যারা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র তাদের একটু ভালভাবে চলার জন্য বুনিয়াদ ঋণ, কৃষি কাজের সাথে যারা জড়িত কিন্তু কৃষিতে বিনিয়োগ করার মত অর্থের অভাব তাদের জন্য সুফলন ঋণ ও এসএমএপি ঋণ। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ। অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদেরকে স্বাবলম্বী করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ, আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বিবর্তন ঋণ' এবং তাদের চলমান প্রকল্পে কি পরিমাণ ঋণ চাহিদা আছে তার উপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হয়। সিদীপ সবসময় মানুষের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে সেই লক্ষ্যে স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ, সদস্যদের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে BD Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project Loan নিয়ে কাজ করছে। যার মাধ্যমে ২৪,৬৪,৫৭,০০০ টাকা বিতরণ করে ৯২২৫টি ল্যাট্রিন ও ১৩৪৮টি পানি ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ করা হয়েছে।

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সদস্যদের সুরক্ষা নিয়েও কাজ করে। তাদের সুরক্ষার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে, এই তহবিল থেকে বিপদে সহায়তা প্রদান করা হয়। (যেমন: সদস্য ও সদস্যের স্বামীর মৃত্যুতে ঋণ পরিশোধের ঝামেলা থাকে না, সদস্যের দুরারোগ্য ব্যাধিতে, জরায়ু অপারেশনে, সিজারিয়ান অপারেশনে, শারীরিক অক্ষমতায়, দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা, মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে।)

বর্তমানে প্রতিটি মানুষ কর্মব্যস্ত এবং আগেকার দিনের মত অলস সময় অতিবাহিত করে না। এই কর্মব্যস্ততার সময়ে তারা যাতে সমিতিতে না এসেও সঞ্চয় ও কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ করতে পারে তার জন্য সিদীপ তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নগদ, উপায় এবং বিকাশের মাধ্যমে সঞ্চয় ও কিস্তির টাকা পরিশোধ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

তবে রুশ-ইউক্রেন এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে বিশ্ব-অর্থনীতিতে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশও বাদ যায়নি। মুদ্রাস্ফীতি ও অনেকক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব বিরাজ করার কারণে অনেক সদস্যের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে অধিকাংশ সদস্যের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছে। ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে ঋণ পরিশোধের উপর। মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব বিরাজ করার কারণে যাদের প্রকল্প নষ্ট হয়ে গেছে তারা নতুন করে প্রকল্প শুরু করার মত আর্থিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কৃষি কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের কৃষি কাজে বিনিয়োগ করার মত পুঁজিও হাতে ছিল না। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ পরিস্থিতি ও যুদ্ধের কারণে অনেক প্রবাসী কর্মী প্রবাসে তাদের কাজ হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন, যার ফলে রেমিটেন্স প্রবাহ কমে গিয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহ কমে যাওয়ায় যে সকল সদস্য বৈদেশিক আয়ের উপর নির্ভর করে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের টাকা বিনিয়োগ করেছিল তাদের ঋণ পরিশোধে এখন সমস্যা হচ্ছে। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় Livelihood Restoration loan (LRL), আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (RRSL), পিকেএসএফের সহযোগিতায় MDP-AF এবং "অগ্রসর-এমএফসিই (Agrosor MFCE)" এই চারটি ঋণ প্রোডাক্টের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়েছে। এই ঋণের মাধ্যমে তারা নতুন করে প্রকল্পের কাজ শুরু করেছেন। কৃষি কাজে এই ঋণ বিনিয়োগ করার ফলে কৃষির উৎপাদন ভাল হয়েছে এবং জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিধি ও সংখ্যাগত পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মানকেও আপোশহীনভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গত অর্থবছরের সাথে চলতি অর্থবছরের ঋণকার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের পরিমাণগত ও গুণগতমানের তুলনামূলক চিত্র এবং উৎপাদনশীলতা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রম	বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থান	
		অর্থবছর: ২০২২-২০২৩	অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪
১.	OTR (On Time Recovery Rate)	৯৮.১৯	৯৭.৫২
২.	CRR (Cumulative Recovery Rate)	৯৯.৪৫	৯৯.৩৯
৩.	PAR (Portfolio at Risk)	৫.২৬	৬.৫০
৪.	এফও : মোট কর্মী (%)	৫১.৩৩	৫৩.২৪
৫.	সদস্য: ঋণী (%)	৮৩.৭০	৮১.৭৭
৬.	কর্মীপ্রতি সদস্য	২৫৯	২৭৫.৩২
৭.	কর্মীপ্রতি ঋণী	২১৭	২২৫.১৩
৮.	কর্মীপ্রতি সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৪৮.৪৮	৫৫.৩৪
৯.	কর্মীপ্রতি ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১.২৬	১.৩৮
১০.	ঋণস্থিতির বিপরীতে সঞ্চয়ের হার	৩৮.১৬	৪০.৩৭
১১.	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণীর হার (%)	৯.৯৮	৯.৯১

নোট: মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের সর্বমোট কর্মী ২২৮০ জন, মোট মাঠকর্মী ১২১৪ জন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মীর সংখ্যা ১১৫২ জনকে নিয়ে সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ বের করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	বিবরণ	অবস্থান: জুন ২০২৩	অবস্থান: জুন ২০২৪
১.	ব্রাঞ্চ	২২৬	২২৬
২.	মোট স্টাফ	২,২৫০	২,২৮০
৩.	মোট মাঠকর্মী (এফও)	১,২৭৩	১,২০৮
৪.	সদস্য সংখ্যা	২,৯৮,৫৬৫	৩,১৭,১৭৪
৫.	ঋণী সংখ্যা	২,৪৯,৮৮৯	২,৫৯,৩৪৯
৬.	মোট সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	৫৫৯.৯০	৬৪৩.২৭
৭.	মোট ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১,৪৫১.৫৬	১,৫৯৩.২৫
৮.	বকেয়া (জন)	২৪,৯৪২	২৫,৭০৪
৯.	বকেয়া (কোটি টাকা)	৬৩.১৩	৮৫.৯৩
১০.	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	২,৩৬৩.৮০	২৬২৭.৮৭
১১.	প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয়	০.০৬	০.০৬৫
১২.	কার্যক্রম স্বয়ম্ভরতা	১৩৬.৫৪	১৩২.২২

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা

সিদীপ সদস্যদের ঋণের চাহিদা বিবেচনা করে এবং তাদের বাস্তব অবস্থার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। খাতভিত্তিক বিভিন্ন ঋণের বিতরণ তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রম	বিবরণ	ঋণ বিতরণ (জুলাই '২২ -জুন '২৩)			ঋণ বিতরণ (জুলাই '২৩ - জুন '২৪)		
		জন	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	জন	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)
১.	জাগরণ (সাধারণ)	১৩৫,২৯৪	৭২৩.০৩	৩৯৮.৬৬	১৪২,৬১৫	৭৮৩.৪২	৪৩৯.১১
২.	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	৮২,০৩১	১,৪৩৪.১৬	৯১০.৯১	৯২,১৪৬	১,৭১৮.৫৮	১,০৭৫.৯২
৩.	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	১,৮২২	২.৮১	১.৫২	২,৪৮৬	৩.৬২	১.৮৪
৪.	সুফলন (মৌসুমী)	৫,৩৭৯	১৬	১৩.৯৪	৫,১৭৪	১৮.০২	৮.৫৯
৫.	এসএমএপি (কৃষিখাত)	৭,১৮৭	৪১.৭১	২৭.৭৪	১২,৬৮৮	৪৩.০১	২৭.৮৩
৬.	সমৃদ্ধি-আইজিএ, এলআই,এসি	১,৩০২	৮.২২	৪.৭৪	১,৪২৮	১০.৭০	৬.১৬
৭.	জীবনমান উন্নয়ন ঋণ (SLDP)	১৭,৯৩০	৩৯.৮৭	২৩.৮১	২,২৮০	৫.৫১	১.৫১
৮.	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পর ঋণ (MDP-AF)(MDP)	১,২০০	৩৮.৫৯	২৭.৩৩	৯৭	৩.১৬	৩.৯৬
৯.	Livelihood Restoration loan (LRL)	১,৪৪৪	৯.১২	৪.২৪	১,৪৬৭	৮.৬৩	৪.৬৭
১০.	আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (RRSL)	৫৬১০	৩০	২৪.০৪	০	০	০.৫৪
১১.	WS-WCAD	০	-	১.৩৯	০	০	০.০৫
১২.	BD Rural WASH for HCD project	৩৬১৩	৭.৭২	৫.১৭	৬,৯২১	১৬.৮৫	১১.৬০
১৩.	বিবর্তন ঋণ	৯৭৩	১২.৫৭	৮.০৬	০	০	০.২৯
১৪.	সুপার-লোন	১	০.০১	০.০১	৬	০.০৬	০.০৪
১৫.	Progress Pulse (PgP)	-	-	-	৭২	১.৪৫	১.২৮
১৬.	অগ্রসর-এমএফসিই (Agrosor MFCE)	-	-	-	৬৪৭	১৪.৮৭	৯.৮৭
	মোট	**২,৬৩,৭৮৬**	**২,৩৬৩.৮০**	**১,৪৫১.৫৬**	**২,৬৮,০২৭**	**২৬২৭.৮৭**	**১৫৯৩.২৪**

সকল খাতের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় এ বছরে ঋণ বিতরণ সংখ্যা ৪২৪১ জন, ঋণ বিতরণ ২৬৪.০৭ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৪১.৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমের মাসওয়ারি সার্বিক তথ্য

সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকায়)

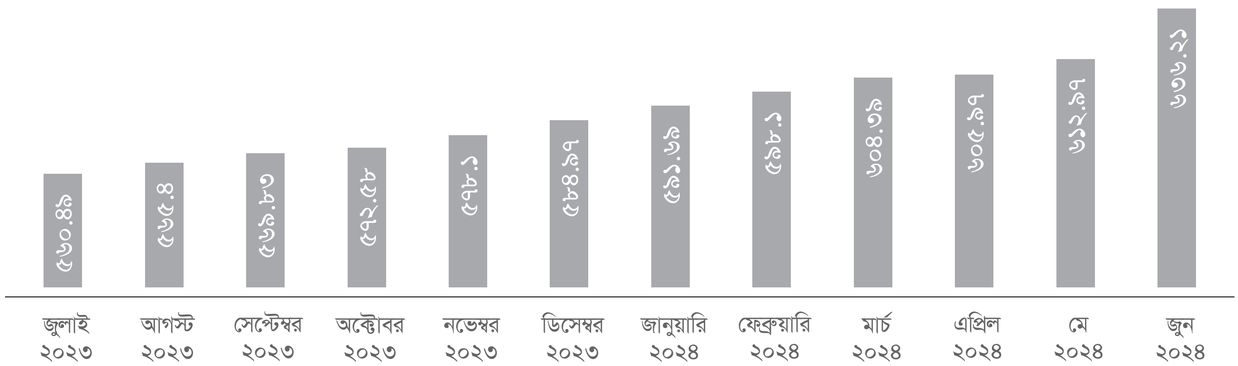

মাসভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি আসল (কোটি টাকায়)

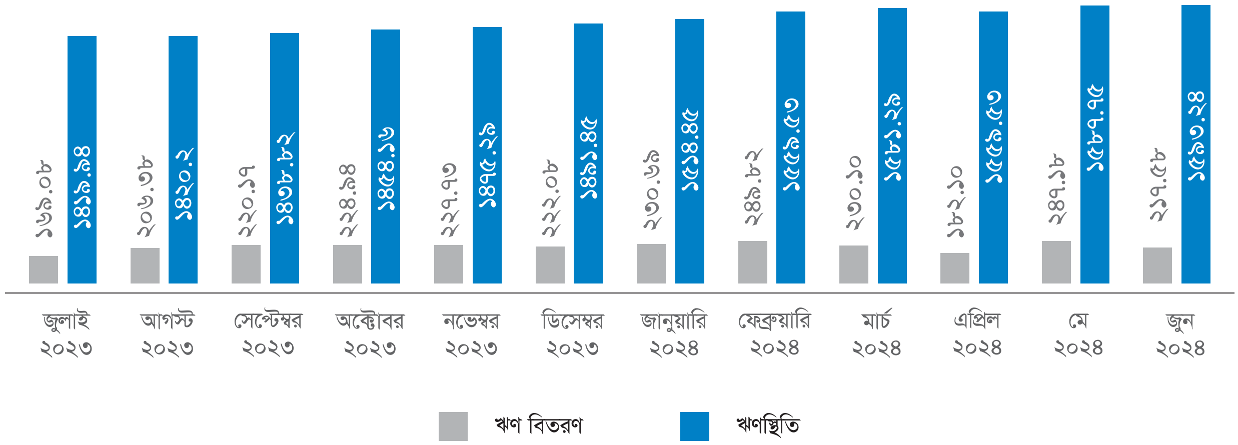

খেলাপিস্থিতি (আসল)

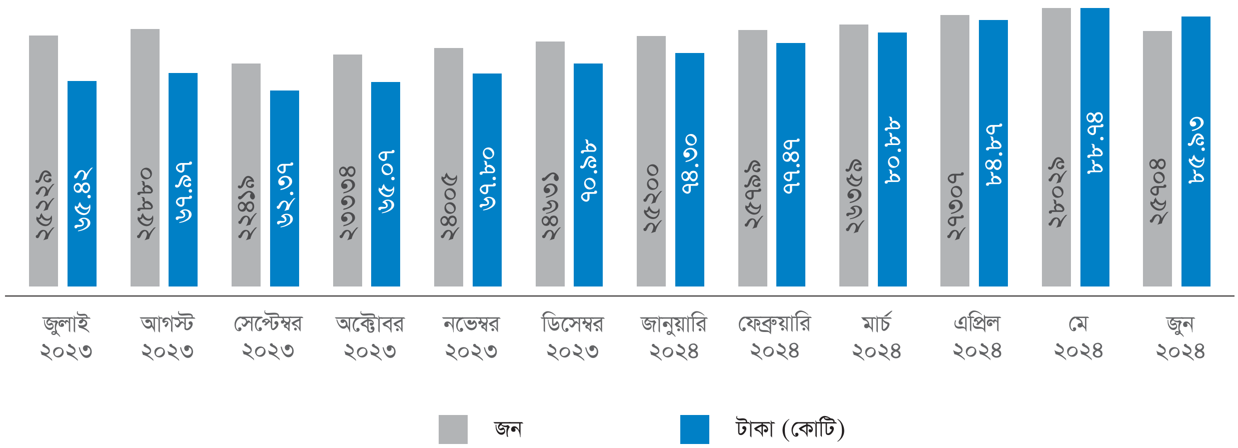

নতুন ঋণ প্রোডাক্ট ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশ তথা জাতি এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সংস্থাও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে এগিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের সেবা/সুবিধা বৃদ্ধি করার অভিপ্রায় নিয়ে।

সিদীপ সব সময়ই মানুষের সময়োপযোগী সেবা/সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন ঋণের প্রোডাক্ট তৈরি করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে Progress Pulse (PgP) নামের একটি ঋণ সেবা চালু করা হয়েছে। এই ঋণ কার্যক্রমটি সিদীপ ও দ্রুত ফিনটেক লিমিটেড এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় এবং তার প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে সিদীপ পিকেএসএফ এর সহায়তায় Microenterprise Financing and Credit Enhancement Project (MFCE Project) এর আওতায় "অগ্রসর-এমএফসিই (Agrosor MFCE)" নামের একটি ঋণ সেবা চালু করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা এবং স্বাভাবিক কর্ম-এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগসমূহকে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী, পরিবেশ বান্ধব, পারিবারিক ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং বিদ্যমান ব্যবসাসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম এ রকম উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে এ ঋণের আওতায় এনে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

খেলাপি স্থিতি (আসল)

গত বছরের তুলনায় এ বছর খেলাপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬২জন এবং টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৮০ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সংস্থা বছরব্যাপি নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ বছরেও সকল পর্যায় থেকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে খেলাপি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বছর শেষে মোট খেলাপির পরিমাণ ২৫৭০৪ জন, টাকার পরিমাণ ৮৫.৯৩ কোটি টাকা। বকেয়া টাকার বিপরীতে ঋণক্ষয় সঞ্চিতি করা আছে ৮৬.৬৩ কোটি টাকা।

সঞ্চয় সেবা কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সংস্থায় নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের সঞ্চয় প্রোডাক্ট চালু রয়েছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ): সমিতির সাপ্তাহিক সভায় কিস্তির সাথে এবং যারা মাসিক সদস্য তারা মাসিক কিস্তির সাথে জমা করে থাকেন।

স্বেচ্ছা সঞ্চয়: সদস্যগণ সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তির সাথে তাদের ইচ্ছা ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সঞ্চয় জমা করতে পারেন, এছাড়াও যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করার পাশাপাশি সমিতির সভায় এক কিস্তির সমপরিমাণ এবং অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসে এসে প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (MTS): সদস্যগণ ১০০ টাকা থেকে গুণিতক হারে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সঞ্চয় হিসাব খুলতে পারেন। এই সঞ্চয় সাপ্তাহিক সদস্যগণ মাসের ১-১৫ তারিখের মধ্যে এবং মাসিক সদস্যগণ মাসিক কিস্তি প্রদানের সময় জমা করে থাকেন।

স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর): নির্দিষ্ট মেয়াদে এককালীন জমা করার জন্য সদস্যগণ একটি হিসাব খুলতে পারেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হিসাব খুললেও সদস্য জরুরি প্রয়োজনে যেকোন সময় হিসাবটি বন্ধ করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। এইক্ষেত্রে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা প্রাপ্য হবেন।

ডাবল মুনাফা ও মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কিম: সংস্থার ঋণ তহবিল ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ও বর্তমানে সদস্যদের সঞ্চয়ী চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রচলিত চার ধরনের সঞ্চয়ের পাশাপাশি আরো দুই প্রকার সঞ্চয় চালু করা হয়েছে। যেমন: ১. ডাবল মুনাফা সঞ্চয় স্কিম ২. মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কিম। প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সঞ্চয়ের প্রোডাক্ট অনুযায়ী অগ্রগতির তথ্য

বিবরণ	অগ্রগতির ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থান (কোটি টাকা)		বর্তমান অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি	অগ্রগতির হার%
	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪		
বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ)	৩১০.২৭	৩২৭.২২	১৬.৯৫	৫%
স্বেচ্ছা সঞ্চয়	৭৮.৫২	৮৯.২৯	১০.৭৭	১৪%
মেয়াদী সঞ্চয় (মাসিক MTS)	১৩৩.১২	১৪৯.৯৯	১৬.৮৭	১৩%
স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর)	১২.৭১	১০.১৩	-২.৫৯	-২০%
ডাবল মুনাফা সঞ্চয় স্কিম	১২.৭৭	১৬.৭৪	৩.৯৭	৩১%
মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কীম	৬.৪৬	৪২.৮৬	৩৬.৪০	৫৬৩%
মোট	**৫৫৩.৮৫**	**৬৩৬.২২**	**৮২.৩৭**	**১৫%**

নোট: নিষ্ক্রিয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭.০৫ কোটিসহ মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ৬৪৩.২৭ কোটি টাকা

সদস্য সুরক্ষায় সিদীপ

সংস্থার যে কোন সদস্য ঋণ গ্রহণ (বুনিয়াদ সদস্য ব্যতীত) করলে তার বিপরীতে ১% এবং বুনিয়াদ সদস্যদের ক্ষেত্রে ০.৫০% ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলে জমা করার নিয়ম রয়েছে। উক্ত তহবিল হতে সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমন- মৃত্যুজনিত কারণে, ঋণের টাকায় চলমান প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত/নষ্ট হলে, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিত সদস্যদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।

মৃত্যুজনিত কারণে সদস্যের দাফন-কাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নগদ ৫,০০০ টাকা এবং মৃত্যুকালীন সময়ে রেখে যাওয়া অপরিশোধিত ঋণের টাকা মওকুফ করা হয়ে থাকে। ঋণের টাকায় চলমান প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত/নষ্ট হলে, যেমন- বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন/ঘূর্ণিঝড়, তুফান, আগুন লাগা ইত্যাদি কারণে সদস্যের কিস্তি স্থগিতকরণ, কিস্তি পুনঃনির্ধারণ, আর্থিক (আংশিক) সহায়তা প্রদান কিংবা অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান করে থাকে। দুর্ঘটনা/রোগ-বালাই ইত্যাদি কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত/নষ্ট/মারা গেলে, যেমন- গরু-গাভী উৎপাদন, ছাগল পালন, হাঁস/মুরগি/টার্কির খামার, মাছের চাষ, ফসলের চাষ, ফলের বাগান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দোকানপাট এবং এ জাতীয় কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হলে সদস্যকে সুবিধা প্রদান করা হয়। কোন সদস্য শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে প্রকল্প কার্যক্রম চালিয়ে নিতে অসমর্থ হলে, যেমন- শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি-ক্যানসার, কিডনি ডায়ালাইসিস বা প্রতিস্থাপন, লিভার সিরোসিস ও ব্রেইন টিউমার, কুষ্ঠরোগ, প্যারালাইসিস, সদস্যর ১ম ও ২য় সন্তানের ক্ষেত্রে সিজারিয়ান অপারেশনের প্রয়োজন হলে ৫,০০০ টাকা ইত্যাদির জন্য উক্ত তহবিল হতে সহায়তা করা হয়। চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়তা প্রদান যেমন- পরিবারের সকল সদস্যের জন্য অসুস্থতা বা চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে সদস্য এ তহবিল থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

কোন সদস্য একাধারে ৮ দফা ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি প্রদান করলে প্রণোদনা ভাতা হিসাবে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে মৃত্যুজনিত ক্ষেত্রে সহায়তার তথ্য (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪)

সহযোগিতার কারণসমূহ	দাফন-কাফন		ঋণ সমন্বয়		সর্বমোট	
	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা
সদস্যর মৃত্যু	৬৮৫	৩৪,২৫,০০০	৬৭৯	৩,৮৪,৬৪,৬৭১	১,৩৬৪	৪,১৮,৮৯,৬৭১
সদস্যর স্বামীর মৃত্যু	১৩৯৮	৬৯,৯০,০০০	১৩৫৬	৯,২৪,২৬,৯৪২	২,৭৫৪	৯,৯৪,১৬,৯৪২
আইনানুগ অভিভাবকের মৃত্যু	২	১০,০০০	৫	৪,০৪,৩০৯	৭	৪,১৪,৩০৯
সর্বমোট	**২,০৮৫**	**১,০৪,২৫,০০০**	**২,০৪০**	**১৩,১২,৯৫,৯২২**	**৪,১২৫**	**১৪,১৭,২০,৯২২**

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তার তথ্য (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪)

অনুদান প্রদানের বিষয়	সহযোগিতার কারণসমূহ	জন	সর্বমোট (টাকা)
চিকিৎসা ব্যয়	দুরারোগ্য ব্যাধি	৯	৩,৯৪,১৮৯
	জরায়ু অপারেশন	২৩	১,১৫,০০০
	সিজারিয়ান অপারেশন	২৯৯	১৪,৯৫,০০০
	শারীরিক অক্ষমতা	২৩	১১,৩৫,০৫৫
	দুর্ঘটনাজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা	১	৩,০০০
	দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ (প্যারালাইসিস)	৪	১,৪৩,৮১০
	মানসিক বিকারগ্রস্ত	১	১৬,৩৬২
	চিকিৎসা ব্যয়ে মোট	৩৬০	৩৩,০২,৪১৬
আগুনে পোড়া	ঘরবাড়ি	১২	৮,৬৫,১৩৫
কোভিড-১৯	কোভিড চিকিৎসা	-	-
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	বন্যা, খরা, পশুমৃত্যু	৩	৭১,৯৯৬
	সর্বমোট	৩৭৫	৪২,৩৯,৫৪৭

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)

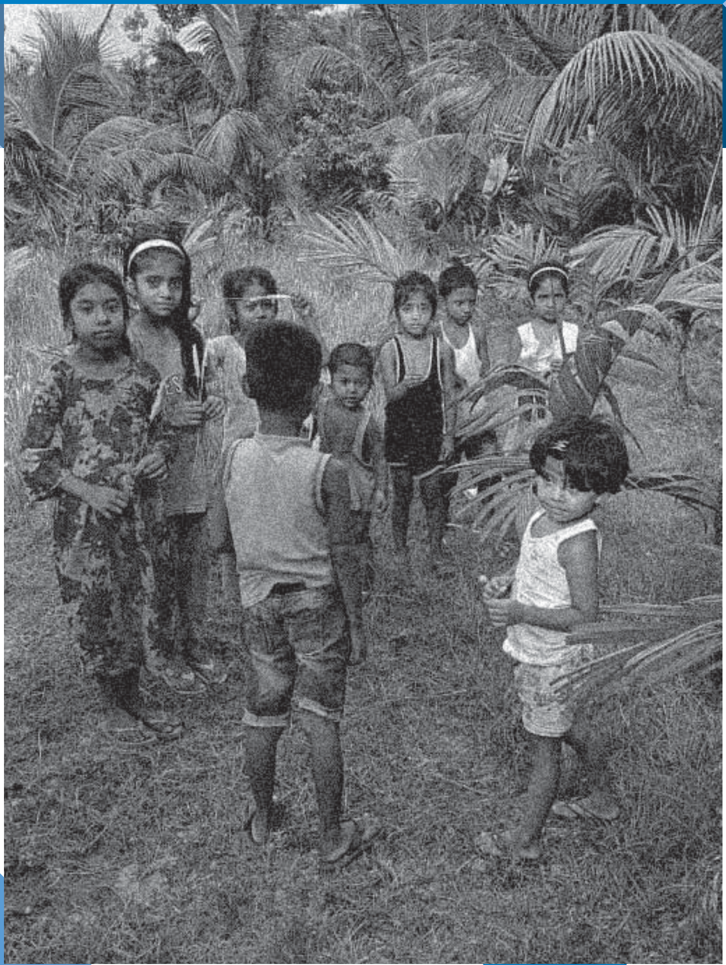

২,৬৯৬ শিক্ষাকেন্দ্র

২,৬৯৬ শিক্ষিকা

৫২,৮০৬ শিক্ষার্থী

২৭,৭৯৩ বালিকা

২৫,০১৩ বালক

৪০০
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী

৬,৯৩৫
সিদীপ পরিবারের সন্তান

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) ২০০৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এক অভিনব শিশুশিক্ষা যার মূল লক্ষ্য ঝরে পড়া রোধ করে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করা

গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের জন্য পরিচালিত এ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে শিশুদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে আরো কিছু কার্যক্রম যোগ করা হয়–যার ভেতর রয়েছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, প্রবীণ সংবর্ধনা এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন, প্রকৃতি পাঠ এবং মা-বাবাকে সম্মান প্রদর্শন। শিসকের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠদান করা হয় এবং এইসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী সিদীপের শিক্ষিকার কাছে নিজেকে মায়ের মতোই নিরাপদ মনে করে।

এই অভিনব উদ্ভাবনীয় শিশুশিক্ষার জন্য সিদীপ ২০১৪ সালে 'শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসেবে দশম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার লাভ করে। শিশুদের মেধা, মনন ও স্বাস্থ্যগত বিকাশে এ শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা আকৃষ্ট করছে অন্যদেরও। এই কর্মসূচিটি নজর কাড়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ)। তারা এই কর্মসূচিটি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং এর ব্যাপক প্রসারের আয়োজন করে। ২০১১ সালে তারা তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে জানায় এবং তারা কর্মসূচিটি পর্যবেক্ষণ করে ধারণা নিয়ে নিজেদের কর্ম-এলাকায় এটি শুরু করে। ওই একই বছর বেসরকারি সংস্থা 'আশা' সিদীপের এই শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তাদের কর্ম-এলাকায় শিসকের আদলে শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে।

বর্তমানে সিদীপের ২২৬টি শাখার মধ্যে ১৩৬টি শাখায় এ কর্মসুচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত এসব শাখায় ২,৬৯৬টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু ছিল। মাঠ পর্যায়ে ১৩৬ জন শিক্ষা সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে ২,৬৯৬ জন শিক্ষিকা এই কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। ২০২৪ সালের জুন মাসে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৫২,৮০৬ জন যার ভেতরে ২৭,৭৯৩ জন ছিল বালিকা এবং ২৫,০১৩ জন ছিল বালক। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ছিল ৪০০ জন এবং সিদীপ পরিবারের সন্তান ছিল ৬,৯৩৫ জন।

প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ ভবনে ২০২৪ সালের ১০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫টি ব্যাচে শিসকের শিক্ষা সুপারভাইজারদের শিসকের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও শিসকের শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষিকা সমিতি গঠন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরেও শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারগণ এই সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় করছিলেন এবং তাদের অনেকেই নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সিদীপ শিক্ষিকা সমিতিতে শিক্ষিকাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩,৬৬,২৬,৪৫১ টাকা। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শিসক শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল, অনলাইন রিপোর্ট এবং মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের তথ্যের জন্য নতুন একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে এবং অ্যাপটি ব্যবহারের ওপর শিক্ষা সুপারভাইজারদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে শিসকের অনলাইন রিপোর্ট প্রেরণের পাশাপাশি শিক্ষা সুপারভাইজারগণ শিসক শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন করে চলেছেন।

শিক্ষিকা অমিতা দেব

দারিদ্র্য ঘোচাতে এগিয়ে চলছেন অদম্য স্পৃহায়

অভাব নাছোড়বান্দার মতো পিছে টেনে রাখতে চাইছে, তোয়াক্কা না করে শিসক শিক্ষিকা অমিতা দেব দারিদ্র্য জয়ের অবিচল লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন অদম্য স্পৃহায়। পুরুষহীন অভাবী সংসারের চাকা ঠেলে ঠেলে মেধাবী দুই কন্যাশিশুর মাঝে সফলতার স্বপ্ন বুনে দিচ্ছেন অবিরাম। কুমিল্লা জেলায় সিদীপের হায়দ্রাবাদ শাখার কর্ম-এলাকায় চাপৈর গ্রামের এই শিসক শিক্ষিকা, শিসক শিশুদের তো বটেই, গ্রামের মানুষেরও অনুপ্রেরণার উৎস।

বিয়ের আগেই এসএসসি পাস করেছিলেন। মা-বাবার সংসারে অভাব। ২০০০ সালে নারায়ণ চন্দ্র দেবকে বিয়ে করে সংসার পাতেন চাপৈর গ্রামে। তার স্বামীও ছিলেন এসএসসি পাস। বিয়ের আগেই তার শ্বশুর মারা গিয়েছিলেন। তার শাশুড়ির ছোট্ট এক চিলতে ভিটেবাড়িই ছিল সম্বল। তার স্বামী অন্যের দোকানে কাজ করার পাশাপাশি অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করতেন। বিয়ের পর অভাবের সংসারে এসে রীতিমতো খাবি খেতে থাকেন। চেষ্টা করতে থাকেন কিছু একটা করে সংসারের আয় বাড়ানোর। অনেক চেষ্টা করে একটি কিন্ডারগার্টেনে মাসিক ৮০০ টাকা বেতনে শিক্ষকতার চাকরি জুটিয়ে নিতে সক্ষম হন। এর পাশাপাশি পোশাক সেলাই করে, থান কাপড় বিক্রি করে, বাঁশ ও বেত দিয়ে মোড়া তৈরি করে, জাল বুনে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকেন। এরপর ২০২১ সালের জুন মাসে সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার মাহমুদা আক্তারের মাধ্যমে শিসকের একজন শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেন নিজেদের উঠোনেই। স্বামী-স্ত্রী উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে সংসারে চালাচ্ছিলেন আর দুই কন্যাশিশুর মাঝে ভবিষ্যত সুখের স্বপ্ন দেখছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই তাকে ঘিরে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। স্ট্রোক করে স্বামী মারা গেলে মুখ থুবড়ে পড়ে তার সমস্ত স্বপ্ন-সাধ। একেবারেই পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে তার সংসার। উল্লেখ্য, তার স্বামীর কোনো ভাই নেই। মানসিক চরম আঘাতে চোখে সরষের ফুল দেখলেও ভেঙে পড়েননি অমিতা। বরং আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছেন স্বামীহীন সংসারের জন্য একটি শক্ত ভিত রচনায়। শাশুড়ি ও দুই মেয়েকে নিয়ে অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। এরই মধ্যে তার দুই মেধাবী কন্যাশিশু মায়ের স্বপ্ন পূরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বড় মেয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে মায়ের ভরসায় ইন্ধন জোগাচ্ছে। নবম শ্রেণিতে পড়া ছোট মেয়েও ক্লাসে খুব ভালো রেজাল্ট করছে।

শিসকের শিশুদের তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পড়ান। শুধু লেখা-পড়া নয়, প্রকৃতি পাঠ ও শরীর চর্চায়ও তিনি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছেন। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শাখা অফিসের জন্য ফুলের মালা তিনিই তৈরি করে দেন।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

সেবাপ্রাপ্ত জন

২,৫৫,৮১৭ মহিলা

৩০,৪৯৮ পুরুষ

৮,১৬৪ শিশু

২,৩৮,২৩১
সিদীপ সদস্য

৪০,৯২৯
সিদীপ পরিবারের সদস্য

সিদীপ ২০১৩ সাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতাভুক্ত কিছু কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ১৯টি জেলায় ১৩৫টি শাখায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে ২ জন অপ্টোমেট্রিস্টসহ ১৪০ জন উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং ২১৫ জন হেলথ ভলান্টিয়ার (Health Volunteer) কর্মরত রয়েছেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ব্রাঞ্চ পর্যায়ে SACMO রোগী দেখেছেন মোট ২,৮৬,৩১৫ জন। তাদের মধ্যে ২,৫৫,৮১৭ জন মহিলা এবং ৩০,৪৯৮ জন পুরুষ রয়েছেন। আর শিশু ৮,১৬৪ জন। স্বাস্থ্যক্যাম্পে ও টেলিমেডিসিন সেবাসহ মোট সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ২,৯৩,৬০৭।

মোবাইল ক্লিনিকে ১,৫৬,৫৮২ জন, ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১,১২,১১১ জন, স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ১১,৭৮৬ জন ও চোখের রোগী ৫,৮৩৬ জন। ৪৬টি স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে সর্বমোট ৭,০১৯ জন রোগীর রেজিস্ট্রেশন করা হয়, ৯৮০ জনকে চশমা প্রদান করা হয় এবং ৭৬৫ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। উক্ত অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্ত রোগীর মধ্যে ২,৩৮,২৩১ জন সিদীপের সদস্য, ৪০,৯২৯ জন সিদীপ পরিবারের সদস্য এবং ৭,১৫৫ জন সিদীপের সদস্য নন।

জেন্ডারভিত্তিক রোগীর সংখ্যা

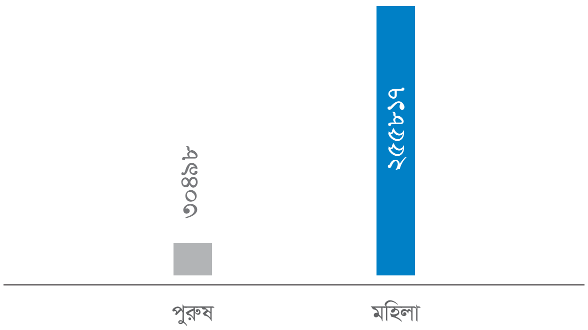

ক্লিনিকভিত্তিক রোগীর সংখ্যা

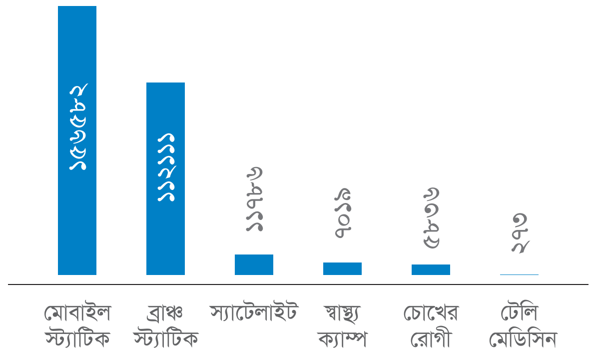

শতকরা সদস্য ভিত্তিক রোগী

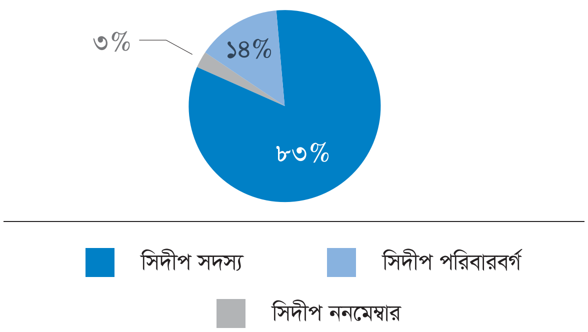

স্বাস্থ্য সচেতনতাবৃদ্ধিসহ আগাম রোগনির্ণয়, রোগপ্রতিরোধ ও রোগনিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সংস্থার বিভিন্ন সমিতি ও ব্রাঞ্চ পর্যায়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, আগত রোগীদের প্রাথমিক হেলথ স্ক্রিনিং (ওজনমাপা, ব্লাড প্রেসার মনিটরিং, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভধারণ সনাক্তকরণ, রে-থেরাপি, নেবুলাইজেশন, ড্রেসিং, টেলি-মেডিসিন সেবা), বিএমডিসির নীতিমালা অনুসরণ করে নির্ধারিত প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান, প্রাথমিক চক্ষুসেবার অংশ হিসাবে ভিশনকর্নার স্থাপনের মাধ্যমে ভিজুয়্যাল অ্যাকুইটি পরিমাপ করা ইত্যাদি। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত হেলথ ভলান্টিয়ারগণ নিজ কর্ম-এলাকায় বাড়ি ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ লোককে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তাদের ওজন মাপেন, রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ করেন, ডায়াবেটিস ও প্রেগন্যান্সি পরীক্ষা, রোগীর ধরন বুঝে পরামর্শ দেন ও চিকিৎসার জন্য রোগীকে উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের নিকট পাঠান। উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ মাঠপর্যায়ে হেলথ ভলান্টিয়ারদের কর্মকাণ্ড সুপারভিশন ও মনিটরিং করে থাকেন এবং রিপোর্ট প্রদান করেন।

চলতি অর্থবছরে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ১,২৫৩ জন রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়, ৯৮ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয় ও ১৫০ জনের ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করা হয়।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২৩ উপলক্ষে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সিদীপের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ডায়াবেটিস ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ১,২৫৫ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়; তাদের মধ্য থেকে ৭৫৩ জনকে সুস্থ (ডায়াবেটিসমুক্ত), ৩১০ জনের প্রি-ডায়াবেটিস এবং ১৯২ জনের ডায়াবেটিস শনাক্ত করা হয়।

২০২৪এর ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ তাদের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে উঠানস্কুলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া ও স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সংস্থার ৩৪টি ব্রাঞ্চে OTC Drug বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সংস্থার সকল ব্রাঞ্চে আরো কিছু OTC Drug অন্তর্ভুক্ত করে সেবার মান বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৫টি OTC Drug বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো। উক্ত অর্থবছরে OTC Drug বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় মোট ৩,১৪,৭৬৫ টাকার ওষুধ বিক্রয় করা হয়।

২০২৩-২৪ সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য রোগ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

অসংক্রামক রোগীর সংখ্যা

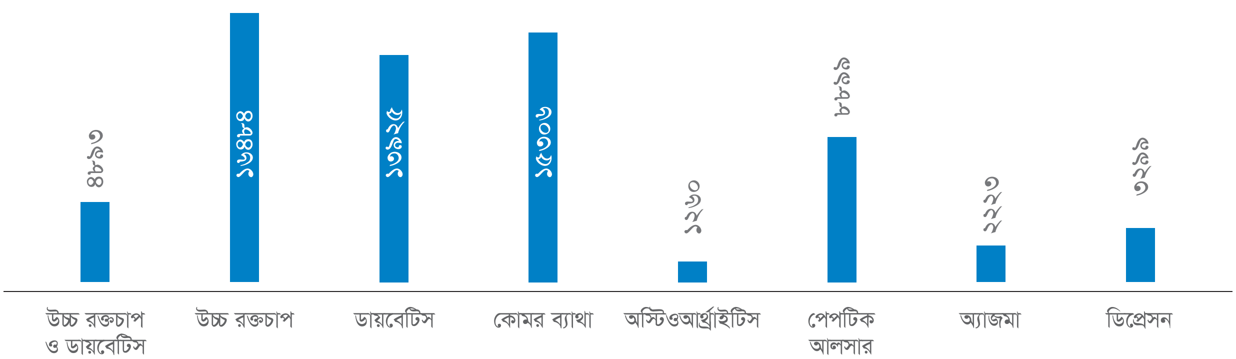

সেবাপ্রাপ্ত চর্মরোগীর সংখ্যা

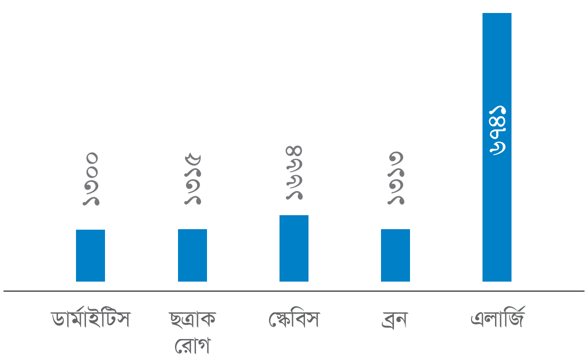

সেবাপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য মহিলা রোগীর সংখ্যা

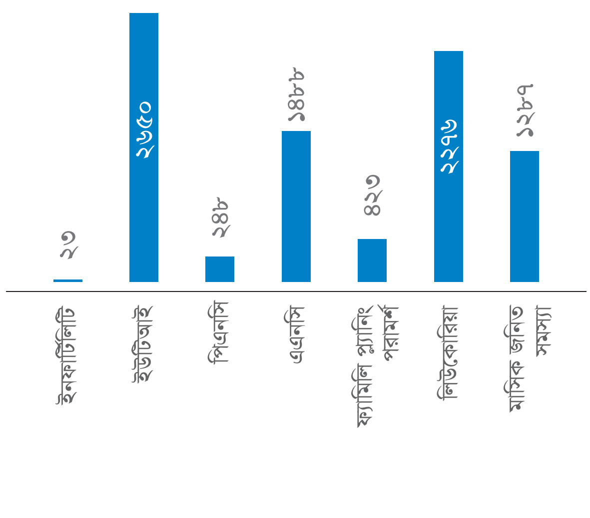

সেবাপ্রাপ্ত শিশু রোগীর সংখ্যা

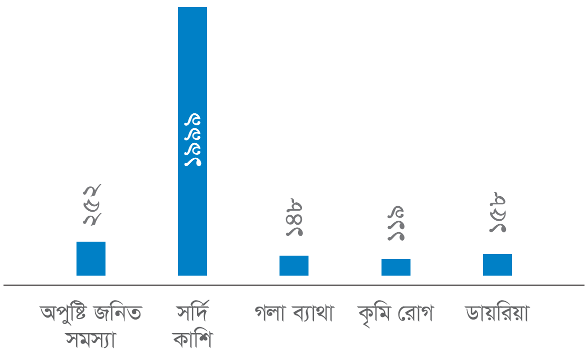

সেবাপ্রাপ্ত চোখের রোগীর সংখ্যা

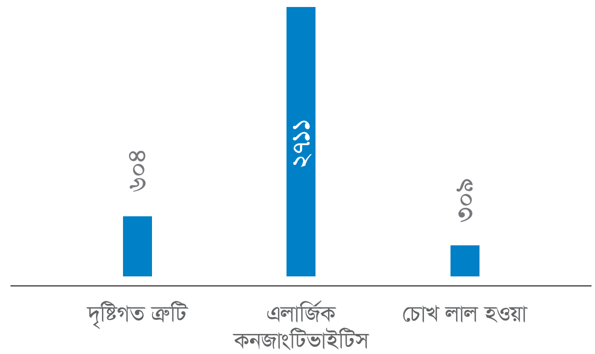

সেবাপ্রাপ্ত ইএনটি রোগীর সংখ্যা

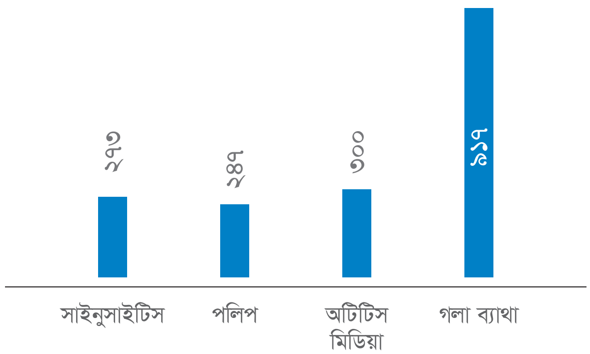

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অর্জন

মাস	রেজিস্ট্রেশনকৃত রোগী(সংখ্যা)	চশমা বিক্রি (সংখ্যা)	ডায়বেটিস পরীক্ষা (সংখ্যা)
জুলাই '২৩	১০০৫	১৪৫	১৫৭
আগষ্ট '২৩	৯৮৮	৮৩	১৩০
সেপ্টেম্বর '২৩	৬২৯	৯৭	৬০
অক্টোবর'২৩	১১৬০	২২৪	৬৭
নভেম্বর '২৩	১১	০	০
ডিসেম্বর '২৩	০	০	০
জানুয়ারি '২৪	০	০	০
ফেব্রুয়ারি'২৪	১২৬২	১৯৬	১১৪
মার্চ '২৪	৮৮৬	৮৮	৮১
এপ্রিল '২৪	৩৬৮	৫২	২৯
মে '২৪	৭১০	৯৫	১২৭
জুন '২৪	০	০	০
মোট সেবা	**৭০১৯**	**৯৮০**	**৭৬৫**

প্রধান কার্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য টিম গঠন করে স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে চক্ষুপরীক্ষা ও রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক সাধারণ রোগসমূহের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ। প্রধান কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে সহকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়।

বিশেষ কারণে, ডিসেম্বর ২০২৩, জানুয়ারি ২০২৪ এবং জুন ২০২৪এ স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি আওতায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্যটিকা প্রদান করা হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য ভাল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়, এখন পর্যন্ত টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ২৭৩ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। প্রতিনিয়ত নতুন ধারা সংযোজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি নিজেকে আরো শক্তিশালী করে তুলছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে ভবিষ্যতে আরো বেশি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সিদীপ বদ্ধপরিকর।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

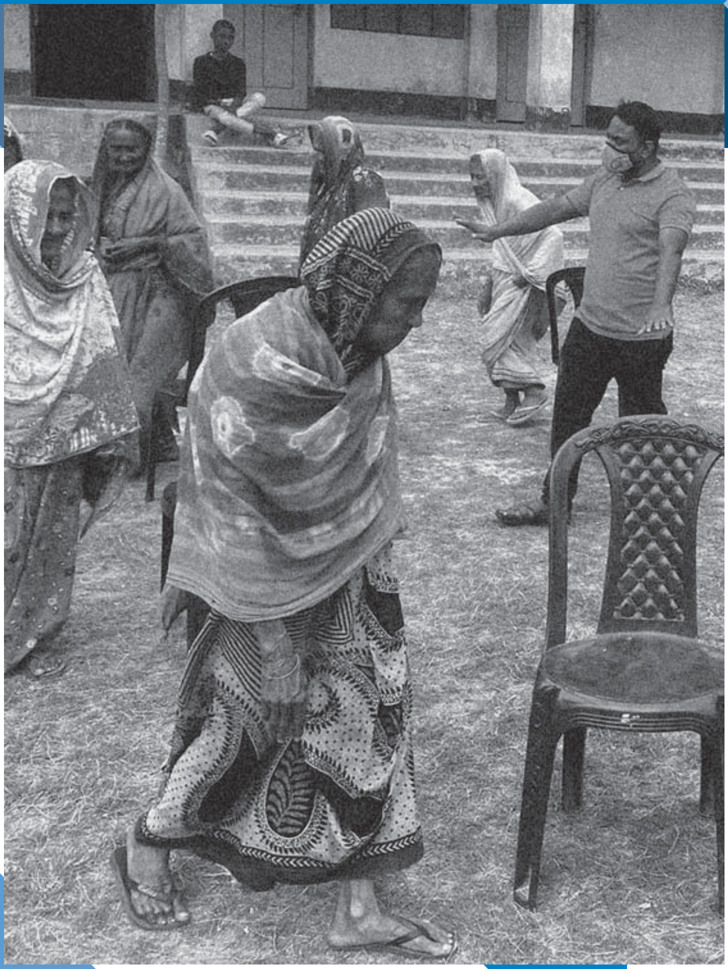

২ ইউনিয়ন

৩১ গ্রাম

৫০ শিক্ষাকেন্দ্র

১,১০৯ শিক্ষার্থী

১৫,৮৪১ পরিবার

প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সিদীপ-এর যৌথ অংশগ্রহণে সংস্থার কর্মএলাকার দুটি ইউনিয়নে "সমৃদ্ধি (দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি)" কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ' চেতনাকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, সহজ শর্তে ঋণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইউনিয়ন দুটি হলো: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সংস্থার চারগাছ ব্রাঞ্চের মূলগ্রাম ইউনিয়ন এবং একই জেলার নবীনগর উপজেলায় সংস্থার রতনপুর ব্রাঞ্চের রতনপুর ইউনিয়ন।

এটি একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দুটি ইউনিয়নে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৩০টি ও রতনপুর ইউনিয়নে ২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১,১০৯ জন (ছাত্র ৫৫৩ জন ও ছাত্রী ৫৫৬ জন) শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া করানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভীতি দূর করার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়ন করার লক্ষ্য নিয়ে এখানে নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করানো হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৭টি গ্রামে মোট ৯,০৩০টি পরিবার এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রামে মোট ৬,৮১১টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জন স্বাস্থ্যপরিদর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিদিন ২০-২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিটি ইউনিয়নে ২ জন স্বাস্থ্যসহকারীর সহায়তায় নিয়মিত উঠান বৈঠক করা হয়। এ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা, মা ও শিশুর যত্ন, টিকা গ্রহণ, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক গ্রহণ ও বহু বিবাহের কুফল, গর্ভবতী পরিচর্যা এবং শিশুর যত্ন ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা হয়।

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের চিত্র নিম্নের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো

ক্রম	কাজের বিবরণ	মূলগ্রাম ইউনিয়ন	রতনপুর ইউনিয়ন	মোট
১.	স্যাটেলাইট ক্লিনিক (সংখ্যা)	৯৬	৯৬	১৯২
২.	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	১,৬৩৪	২,৪৯২	৪,১২৬
৩.	স্ট্যাটিক ক্লিনিক (সংখ্যা)	৫৭৯	২৭০	৮৪৯
৪.	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	৩,৭৪৮	৩,৬২৪	৭,৩৭২
৫.	ডায়াবেটিক কার্যক্রম (জন)	৩,৬১৬	৩,২২৯	৬,৮৪৫
৬.	কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ (জন)	৯,৩৮৮	৯,২০০	১৮,৫৮৮
৭.	পুষ্টিকণা বিতরণ (জন)	৬,৫৮০	৫,৪৬১	১২,০৪১
৮.	আয়রন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ (জন)	২৫,০০০	১৪,৩৯০	৩৯,৩৯০
৯.	ক্যালসিয়াম বড়ি বিতরণ (জন)	২৫,০০০	১৪,৩৭০	৩৯,৩৭০

স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন

'সেবা নিন সুস্থ থাকুন' এই লক্ষ্যে সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২১/০৯/২০২৩, ২৭/১২/২০২৩, ২৫/০৪/২০২৪ ও ২৬/৬/২০২৪ তারিখে এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২১/০৯/২০২৩, ২৬/১১/২০২৩, ২৩/০৪/২০২৪ ও ০৯/০৬/২০২৪ তারিখে দিনব্যাপী সাধারণ স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়। মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৬৬২ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৫৩৯ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সমন্বয়ে ফ্রি চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম'-এর আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ ও রতনপুর ইউনিয়নে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ বিশেষ চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। চক্ষুক্যাম্পে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা, সঠিক চশমা বাছাইকরণ এবং ন্যায্যমূল্যে চশমা ও আইড্রপ প্রদান করা হয়। এছাড়া ছানি অপারেশনযোগ্য রোগীদের বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত ছানিপড়া রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৭১ জন রোগী ও রতনপুর ইউনিয়নে ২০৪ জন চোখের রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৪ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ২৪ জন ছানিপড়া রোগীর অপারেশন করা হয়।

ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়, যা সংস্থার মূল ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমভুক্ত সদস্যদের গৃহীত ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হলো: উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ, জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নিজ নিজ ইউনিয়নের উপ-সহকারি কৃষি অফিসারবৃন্দ। চলতি অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ঋণগ্রহণকারী নির্বাচিত মোট ১০০ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ১০০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো 'উন্নয়নে যুব সমাজ'। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো- যুবদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও টেকসই-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা। নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ইউনিয়নের যুবদের 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক সম্পূর্ণ ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে ৪টি ব্যাচে মোট ১০০ জন করে যুব উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২ দিনব্যাপী ভিডিওভিত্তিক এ প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য পিকেএসএফ থেকে প্রশিক্ষণ সূচি এবং অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ ভিডিও সরবরাহ করেছেন। সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন এবং প্রত্যেককে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এছাড়া প্রতি মাসে ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ এবং দুঃস্থদের সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসহ সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। এ সকল দিবসে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্য, যুব ও প্রবীণ সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ, সংস্থার কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। চলতি অর্থবছরে উদযাপিত দিবসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ০১ অক্টোবর ২০২৩, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
- ০১ নভেম্বর ২০২৩, জাতীয় যুব দিবস
- ১৪ নভেম্বর ২০২৩, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
- ০৯ ডিসেম্বর ২০২৩, আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস
- ০২ জানুয়ারি ২০২৪, জাতীয় সমাজসেবা দিবস
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ১২ মে ২০২৪, মা দিবস
- ০৫ জুন ২০২৪, বিশ্ব পরিবেশ দিবস

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন

ইউনিয়নের শিক্ষাকেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ০৭ মার্চ ২০২৪ এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২৭ মার্চ ২০২৪ এ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আওতায় মোরগ লড়াই, অংক দৌড়, দড়ি লাফ, দৌড় প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড় ইত্যাদি খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে 'আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করা হয়। মাসব্যাপী আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল খেলার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১২ জুন ২০২৪ এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২৩ মে ২০২৪এ। আনন্দঘন পরিবেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণ আয়োজনের মাধ্যমে মাসব্যাপী 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট' সম্পন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্ব স্ব ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান, মেম্বারবৃন্দ, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, স্কুল-কলেজের শিক্ষকমণ্ডলি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সংস্থার দুটি ইউনিয়নেই সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর রয়েছে, যা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। এখানে প্রবীণরা উপস্থিত হয়ে পত্রিকা পড়েন, টিভি দেখেন, দাবা-ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলেন। এছাড়াও এখানে গল্প করাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন অসচ্ছল প্রবীণকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত প্রবীণদের দাফন-কাফন/সৎকার বাবদ মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৪ জনকে ৮,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১১ জনকে ২২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা

৭ মার্চ ২০২৪এ মূলগ্রাম ইউনিয়নে এবং ১১ জুন ২০২৪এ রতনপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৫ জন করে মোট ১০ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ১০ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্বরূপ সকলকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কম্বল ও হুইল চেয়ার বিতরণ

প্রবীণদের জীবনযাপন সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার লক্ষ্যে মূলগ্রাম ও রতনপুর ইউনিয়নে ৭৫ জন করে মোট ১৫০ জনকে কম্বল এবং প্রতি ইউনিয়নে ২ জন করে মোট ৪ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

প্রবীণদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৭ মার্চ ২০২৪এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২২ এপ্রিল ২০২৪এ প্রবীণদের অংশগ্রহণে 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের' আওতায় নবীণ-প্রবীণদের অংশগ্রহণে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রবীণদের নিয়ে হাড়ি ভাঙা, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সাফল্যগাথা

গোলশানা আক্তার

গ্রাম: রাইতলা, প্রকল্প: ছাগল পালন

গোলশানা আক্তার বিবাহিত, স্বামীর সংসারে বসবাস করেন। সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় যুব সমাজের 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক প্রশিক্ষণ হতে ২ দিনব্যাপী ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি একজন গৃহিণী। তার সাথে কথা হলে তিনি জানান-

আমি সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক ২ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণে কিভাবে একজন উদ্যোক্তা হওয়া যায় তা শিখতে পারি এবং সেখান থেকেই একজন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, আমি নিজে কিছু করব– যা আমার পরিবারের সচ্ছলতা এনে দিবে।

চিন্তা অনুযায়ী আমার স্বামীর সহযোগিতায় সিদীপ চারগাছ ব্রাঞ্চ থেকে গত বছর এপ্রিলে ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি। ঋণের টাকা দিয়ে আমি ৪টি ছাগল কিনি। এছাড়া পূর্বের ৪টি ছাগল ছিল বিধায় ছাগল পালনে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল। উক্ত ছাগল পালনে পরিবারের দেখাশুনার পাশাপাশি ভালভাবেই সময় কাটে। প্রকল্পটি লাভজনক বিধায় আমি আরও বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাই। উল্লেখ্য যে, গত কোরবানি ঈদে আমি ৪টি ছাগল ৬০,০০০ টাকায় বিক্রি করেছি। বর্তমানে ২টি ছাগল ২টি করে বাচ্চা দিয়েছে। এখন মোট ৬টি ছাগল রয়েছে আমার। বিক্রয়কৃত ৪টি ছাগলে মোট আয় ৪০,০০০ টাকা। আমার স্বামী যেহেতু শিক্ষকতা করেন তাই সংসারে আমার কোনো টাকা দিতে হয় না। তাই উক্ত প্রকল্পে আয়কৃত সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করে আমি প্রকল্পটি অনেক বড় করে সফল উদ্যোক্তা হতে চাই।

আজ এই সফল উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখার জন্য সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সিদীপ সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতি বছর সিদীপ যেন এই ধরনের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার প্রশিক্ষণ আয়োজন করে সেই অনুরোধ রাখি।

উন্নয়ন প্রকল্পগুচ্ছ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আকারের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ অর্থায়ন প্রকল্প (এসএমএপি)

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে এবং জামানতবিহীন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরি সহায়তার মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিদীপ ২০১৫ সাল থেকে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে এসএমএপি (SMAP = Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project) প্রকল্পটি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। যে উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া হয়েছে তা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা কৃষককে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করাই হচ্ছে কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম। কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সিদীপ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে যেমন- সদস্যদের প্রকল্পের জীবনচক্র অনুযায়ী ধাপভিত্তিক কারিগরি সহায়তা প্রদান, উপজেলা কৃষি বা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন প্রদান, উঠান বৈঠক, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, স্টাফ ট্রেনিং, হোয়াটস্অ্যাপ বা ইমো গ্রুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান, সমিতি বা মাঠে সরাসরি উপস্থিত থেকে কৃষকদের

সেবা প্রদান, উপজেলা কৃষি বা প্রাণীসম্পদ অফিসে কৃষকদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, প্রদর্শনী প্লট তৈরী, মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ কল সেন্টার ইত্যাদি কার্যক্রম। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. এসএমএপি প্রকল্পের ঋণসেবা

ক্রম	এসএমএপি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য	পরিমাণ
১.	এসএমএপি কার্যক্রম চলমান রয়েছে (ব্রাঞ্চ)	১৮৯টি
২.	কারিগরি সহায়তা সেবায় যুক্ত টেকনিক্যাল পার্সনের সংখ্যা	১১ জন
৩.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ফান্ড প্রাপ্তির পরিমাণ	৪৩,০০,০০,০০০ টাকা
৪.	এ যাবত পর্যন্ত ফান্ড প্রাপ্তির পরিমাণ	২,৯৪,০৯,০০,০০০ টাকা
৫.	এ অর্থবছরে ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	৪১,৭০,০০,০০০ টাকা
৬.	এ যাবত ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	২,৫১,০৯,০০,০০০ টাকা
৭.	অবশিষ্ট ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	৪৩,০০,০০,০০০ টাকা
৮.	জুন '২৪ পর্যন্ত ঋণী জন	৯,০৬৯

খ. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তা সেবা কার্যক্রম

ক্রম	এসএমএপি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য	পরিমাণ
১.	টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন (জন)	১৭,৭৬১
২.	স্টাফ ট্রেনিং (সংখ্যা)	৭০৫
৩.	উঠান বৈঠক (সংখ্যা)	৬৮৪
৪.	হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোগ্রুপে যুক্ত করা কৃষকের সংখ্যা (জন)	১,৪১৩
৫.	টিএসএস প্রদান করা হয়েছে (জন)	এসএমএপি - ৩,৯৯১ নন-এসএমএপি - ৬,২৬০ নতুন - ৪৫২
৬.	প্রদর্শনী প্লট (সংখ্যা)	৩১
৭.	উপজেলা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ অফিসে যোগাযোগ (সংখ্যা)	১,০০১
৮.	মার্কেট লিংকেজে সহায়তা করা কৃষকের সংখ্যা (জন)	৫৩০
৯.	প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (জন)	৩,৭৩০
১০.	বহুমুখীকরণের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লট (সংখ্যা)	১৬
১১.	পাবলিক রিলেশন কার্যক্রম (সংখ্যা)	৫৫
১২.	সফল কৃষকের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা (জন)	২,৩৪০
১৩.	কৃষকের সাথে মতবিনিময় (জন)	২,৫৬১
১৪.	আবহাওয়াজনিত বিভিন্ন তথ্য কৃষকদেরকে প্রদান (জন)	৪,৮৫০
১৫.	মাঠ দিবস (সংখ্যা)	০৭
১৬.	জীবনচক্র অনুযায়ী কারিগরি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (জন)	১১,০৯৮

Livelihood Restoration Loan (LRL)

‘কোভিড-১৯’ বৈশ্বিক মহামারির কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষের ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থান চলমান বা সচল রাখার লক্ষ্যে এ ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়। এ ঋণের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,১৮১ জনকে ৩৬,৩৩,৮১,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৪-এর জুন শেষে ১,৪৫১ জন সদস্যের মাঝে ৪,৬৬,৯২,০৪৬ টাকার ঋণস্থিতি রয়েছে।

Microenterprise Development Project (MDP) and (MDP-AF)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের উৎপাদনমুখী, পরিবেশ বান্ধব, পারিবারিক ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে এ ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের উৎপাদনমুখী সক্ষম উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। MDP and MDP-AF প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৮০৩ জনকে ১০১,৬৯,৯০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৪-এর জুন শেষে ৩৭০ জন সদসস্যের মাঝে ৩,৯৫,৭৪,৯৭৪ টাকার ঋণস্থিতি রয়েছে।

BD Rural wash for HCD

মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (Bangladesh Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project)

অর্থায়নে: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা ও তার জনগণের সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা এবং জীবন মানের উন্নয়ন করা। প্রকল্পের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে: ১. গ্রামীণ বাংলাদেশের বাছাইকৃত এলাকায় 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অভিগম্যতায় উন্নয়ন সাধন করা; এবং ২. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ৬)-এর পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা।

সিদীপ ২০২১ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করে আসছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমে

ক্রম	বিবরণ	অর্থবছর (২০২৩-২০২৪) পর্যন্ত
১.	জেলা	৭
২.	উপজেলা	২৮
৩.	মোট ব্রাঞ্চ	৫৩
৪.	এরিয়া	১৪
৫.	জোন	৫
৬.	স্যানিটেশন (সংখ্যা)	৯,২২৫টি
৭.	স্যানিটেশন (বিতরণ টাকা)	২১,২৪,৩৫,০০০
৮.	স্যানিটেশন (ঋণী)	৫৯৫৬ জন
৯.	স্যানিটেশন ঋণস্থিতি	৯,৭২,৬৮,৩৪০
১০.	ওয়াটার (সংখ্যা)	১,৩৪৮টি
১১.	ওয়াটার (বিতরণ টাকা)	৩,৪০,২২,০০০
১২.	ওয়াটার (ঋণী)	১,০১২ জন
১৩.	ওয়াটার ঋণস্থিতি	১,৮৭,২৭,৭৭১
১৪.	স্যানিটেশন সুবিধাভোগী	৪৬,১২৫ জন
১৫.	ওয়াটার সুবিধাভোগী	৬,৭৪০ জন

Revolving Refinancing Scheme Loan (RRSL)

আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (Revolving Refinancing Scheme Loan)

করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ী এবং জীবিকা সংকটে আছেন এমন প্রত্যাগত অভিবাসীগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান বা সচল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে এ ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়। এ ঋণের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬,৩৬৭ জনকে ৯০,৩০,৯০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৪এর জুন শেষে ২৭৪ জন সদস্যের মাঝে ৫৩,৫০,১৭৫ টাকার ঋণস্থিতি রয়েছে।

Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI)

বিশ্বজুড়ে অধিক হারে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ, অধিক নগরায়ন ও অন্যান্য মানব-সৃষ্ট কার্যকলাপের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলস্বরূপ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার প্রভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উপকূলীয় এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন তাদের সাধারণ কৃষিকার্যে ও জীবনযাত্রায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে সিদীপ Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) এর আওতাধীন Building Community Resilience through adaptation strategies to Combat Saline Water Depletion in Nijhum Dwip Union under Climate Change শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার মানুষের জন্য কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে লোনাপানিতে আধুনিক কৃষি ও দুর্যোগ মোকাবেলার শিক্ষা উপকূলীয় মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

উক্ত প্রকল্পটি নোয়াখালী জেলায় হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়ন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে

লবণাক্ত পানির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো ও ব্যবস্থাপনা এবং লবণাক্ত পানির প্রভাবে সৃষ্ট স্বাস্থ্যহানির প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পটি সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-১৩এ উল্লিখিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করছে।

Plastic Free Rivers and Seas for South Asia (PLEASE) Project

বাংলাদেশ পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (বিপিসিএল) এবং সিদীপ যৌথভাবে Plastic Free Rivers and Seas for South Asia (PLEASE) এর আওতায় Formalization of Plastic Recycling Value Chain by forming Recycling Business Units in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

বিপিসিএল প্রকল্পের উৎপাদন অংশ পরিচালনা করবে এবং সিদীপ সোশ্যাল ইন্টারভেনশন পার্টনার হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সাধারণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করবে। একটি সমন্বিত কর্মকাণ্ডের সেট, যার মধ্যে রয়েছে আইডব্লিউপি (অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রাহক) এবং ভাঙ্গারি অ্যাসোসিয়েশন গঠন এবং বর্জ্য সরবরাহকারী ও ভোক্তাদের সচেতনতা শক্তিশালীকরণ। প্রকল্পটি বর্জ্য সংগ্রাহকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে, ব্যক্তিগত ও পেশাগত নিরাপত্তা উন্নত করবে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আচরণগত পরিবর্তন আনবে। আইডব্লিউপিদের জীবনদক্ষতা বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে তাদের কাজের/জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করতে এবং সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশনা দেবে। পরবর্তী পর্যায়ে, একটি সমিতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকতা পাওয়ার মাধ্যমে এটি তাদের একটি ছাতার নিচে সংগঠিত করবে যাতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার এবং ভাঙ্গারিদের আনুষ্ঠানিকতা নিশ্চিত করা যায়। আরবিইউগুলির (রিসাইকেলিং বিজনেস ইউনিট) মাইক্রো-ফ্র্যাঞ্চাইজিং মডেলটি বাজার প্রক্রিয়ায় আরও পরিশীলিত প্রবেশাধিকার তৈরি করবে। আরবিইউ ইনভেন্টরি, সংরক্ষণ, লজিস্টিকস এবং পরিবহন পরিচালনা সহজ করবে। উক্ত প্রকল্পটি ভাঙ্গারিদের ব্যবসা প্রসারিত করার জন্য এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে যা ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, এবং তাদের জন্য অর্থায়নের মাধ্যম সহজতর করবে। প্রকল্পটিতে সারাদেশে মোট ৭টি রিসাইকেলিং বিজনেস ইউনিট (আরবিইউ) প্রতিষ্ঠা করা হবে, যারা ভেতরে ২টি আরবিইউ-এর কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

Microenterprise Financing and Credit Enhancement (MFCE)

অর্থায়নে: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা এবং স্বাভাবিক কর্ম-এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগসমূহকে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

সিদীপ ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করে আসছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমে

ক্রম	বিবরণ	অর্থবছর (২০২৩-২০২৪)
১.	জেলা	১৪
২.	মোট ব্রাঞ্চ	৫৬
৩.	এরিয়া	১৯
৪.	জোন	৮
৫.	ঋণ বিতরণ (সংখ্যা)	৬২৬
৬.	ঋণ বিতরণ (টাকা)	১৪,৮৬,৯০,০০০/-
৭.	ঋণস্থিতি	৯,৮৬,৯৬,২৩৮

গবেষণা ও প্রকাশনা

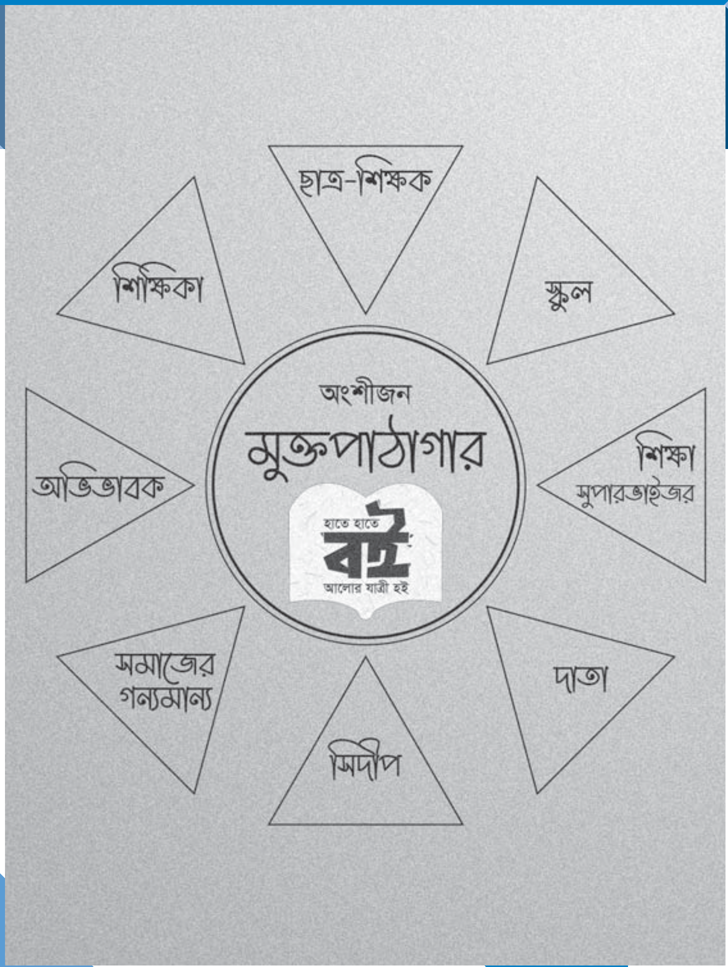

ছাত্র-শিক্ষক
স্কুল
শিক্ষা সুপারভাইজর
দাতা
সিদীপ
সমাজের গন্যমান্য
অভিভাবক
শিক্ষিকা
অংশীজন
মুক্তপাঠাগার
হাতে হাতে
বই
আলোর যাত্রী হই

গবেষণা

শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাসের উপর মুক্তপাঠাগারের প্রভাব

How "Mukto-Pathagar" is about to create a culture of reading in Bangladesh: A study in Chargas শীর্ষক একটি গবেষণা শুরু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ওপর সংস্থা পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের প্রভাব জানার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চারগাছ ব্রাঞ্চে এন আই ভুঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়কে নমুনা হিসেবে নিয়ে গবেষণাটি করা হচ্ছে। মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের জুনিয়র কর্মকর্তা মাহবুবুর রশীদ অরিস এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলমের পরিচালনায় এতে বিদ্যালয়টির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ও তাদের মাঝে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষা, বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মগবেষণা উদ্যোগ হিসেবে নবপর্যায়ে তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ

পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধের এবং সর্বসাধারণের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মগবেষণা হিসেবে গত অর্থবছরে গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকার নিকটবর্তী সিদীপের ১৭টি ব্রাঞ্চে শিক্ষাসুপারভাইজারদের সহযোগিতায় স্থানীয় লোকজনকে তাল ও শজনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করা হয় ও তাদেরকে এগুলো চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়। মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরে কর্মসূচিটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।

নবপর্যায়ে তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৮ ও ৩০ মে ২০২৪এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে ২টি ব্যাচে ৩৫ জন শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। তাল ও শজনের চাষ পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কৃষিবিদ ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা এবং তাল ও শজনের পুষ্টিগুণ নিয়ে আলোচনা করেন পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম। প্রশিক্ষণে সিদীপ গভর্নিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া উপস্থিত থেকে

অংশগ্রহণকারীদের তাল ও শজনে চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন ও এ কর্মসূচিতে সফলভাবে অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহিত করেন।

নতুন করে এ কর্মসুচি চালু হওয়ার পরে চলতি অর্থবছরে জুন মাসে ২৫,০৬১ জন স্থানীয় লোকজনকে তাল ও শজনের উপকারিতা এবং চাষপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। জুন ২০২৪-এ ৪,৬৪৯টি শজনে গাছ এবং ৩০০টি তালগাছ লাগানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা নিয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫-২৬ নভেম্বর ২০২৩এ Unfolding Emerging Issues in the Context of Changing Climatic Scenario শীর্ষক একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনটিতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী এবং কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়োপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর মধ্যে কৃষি, জলসম্পদ, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, লিঙ্গ বৈষম্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সাসটেইনেবল সিটি, অভিবাসন এবং মাইগ্রেশন, ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশগত শিক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র অফিসার এবং সিদীপের CFLI এবং PLEASE প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মাহবুবুর রশীদ অরিস সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং Coastal Resilience সেশনে Gender-based Vulnerabilities at the Cyclone Shelters in Coastal Belt of Bangladesh: a study in Hatiya Upazila বিষয়ে তার গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

বিদেশি সাহায্য ছাড়াই সিদীপের সফল বেড়ে ওঠা নিয়ে গবেষণা

দূরদর্শী উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নসংস্থা সিদীপ কোনো বিদেশি সাহায্য গ্রহণ না করেই যেভাবে বেড়ে উঠেছে তা নিয়ে একটি গবেষণা শেষ করেছে আরডিসি। Growing from Within: An Investigative research on the institutional development of the Centre for Development Innovation and Practices (CDIP) শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে সিদীপের সফল বেড়ে ওঠার পিছনে ব্যতিক্রমী ও উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে ও বর্তমানে এর সম্পাদনা চলছে।

শিক্ষালোক জীবনানন্দ সংখ্যার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) পরিচিতি অনুষ্ঠান

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে শিক্ষালোক জীবনানন্দ সংখ্যার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) পরিচিতি অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ নিয়ে আলোচনা করছেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আমীন আল রশীদ। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'এবং বই'এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

'এবং বই' ও 'শিক্ষালোকে'র যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় সিদীপ কার্যালয়ের গ্রন্থাগার কক্ষে ৪ মে ২০২৪ সন্ধ্যায় সিরাজুদ দাহার খানের কবিতার বই 'পার্থক্য করতে পারি না' নিয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাবন্ধিক ফাতিহুল কাদির সম্রাটের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতিমান সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখক শাহজাহান ভুঁইয়া। সৈয়দ বদরুল আহসান সাহিত্যক্ষেত্রে বই নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব এবং এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ভাল বইয়ের কথা পাঠকসমাজকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আলোচকগণ কবি সিরাজুদ দাহার খানের আত্মসমালোচনার অকপট সাহস, সমাজসচেতনতা, সহজ উপস্থাপন ও পরিবর্তনকামী বক্তব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

৬ষ্ঠ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন

৯ মার্চ ২০২৪-এ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে '৬ষ্ঠ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতি গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা ও আমাদের মুক্তপাঠাগার' এবং 'শিক্ষার ধারণা বিস্তারে শিক্ষালোক'। উক্ত সম্মিলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া ও চেয়ারম্যান ফজলুল বারি। শিক্ষা ও মুক্তপাঠাগার নিয়ে আলোচনা করেন ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকার সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ, দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে আগত কলেজ অব আর্টসের শিক্ষক সঞ্জয় শর্মা, কবি সৈকত হাবিব, শিল্পী জাহিদ মুস্তাফা, লেখক-গবেষক সালেহা বেগম, জনবিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, লেখক সিরাজুদ দাহার খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্রন্থাগারিক মোশাররফ হোসেন, বার্ডের সাবেক কর্মকর্তা শিরিন হোসেন, পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম, শিল্পী শিশির মল্লিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা রঞ্জন মল্লিকসহ অনেকে।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাছাই করা ভাল বই পড়তে হবে। শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ হওয়ার শিক্ষা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও বক্তাগণ বিভিন্ন স্কুলে স্থাপিত সিদীপের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের' নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

এ অর্থবছরে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আরও ৫টি স্কুলে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ১১টি জেলায় ৩০টি স্কুলে মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রম চলমান।

সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান

মুক্তপাঠাগারে প্রতিবছর সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ অর্থবছর এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে নাটোরের সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল ও কলেজে, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাইয়ে চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়ে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ শাখার আওতায় বৈদ্যেরবাজার নেকবর আলী মুন্সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ও সিদ্ধিরগঞ্জে সফুরা খাতুন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। সাংস্কৃতিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

নির্বাচিত সেরা পাঠক-পাঠিকাদের যেসব বই পুরস্কার দেয়া হয় তার ওপর আবার বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পঠিত বইয়ের ওপর লেখা আলোচনা মূল্যায়ন করে পুনরায় বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। সেরা বই-আলোচকদের নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপন শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চারগাছ এন আই ভুঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়, রাবেয়া মান্নান ভুঁইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনার দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাটমোহরে বোয়াইলমারি উচ্চবিদ্যালয়, কুমিল্লায় রায়পুরে ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চবিদ্যালয়, নাটোরে সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বনপাড়া শাখার সেন্ট যোসেফ্স স্কুল এন্ড কলেজ ও রাজশাহীর পুঠিয়ায় ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা, রচনা-প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও সমাজকর্মী সম্মাননা প্রদান

২০২৪এর ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সিদীপ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ২টি ব্যাচে আয়োজিত হয় শিক্ষাসুপারভাইজারদের জন্য মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা, রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং সমাজকর্মী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। সাধারণত সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারের নেতৃত্বে শিক্ষিকারা মিলে সমাজের মানুষের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করার পর স্থানীয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্মুক্ত স্থানে এই পাঠাগার স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে যে কেউ ইচ্ছেমতো বই নিয়ে পড়তে পারে।

সমাজকর্মের অংশ হিসেবে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার গড়ে তুলেছেন বলে ২৫ জন শিক্ষা সুপারভাইজারকে সমাজকর্মী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিজেকে একজন সমাজকর্মী বলে পরিচয় দেয়া পিপলস ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক এবং সিএসডব্লিউপিডি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব মো. হাবিবুর রহমান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য ডা. নারগিস আখতার এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগারের জন্য বেশকিছু মূল্যবান বই প্রদান করেন সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য ডা. নারগিস আখতার ও বিশিষ্ট অনুবাদক মনজুর শামস।

একইসঙ্গে শিক্ষাসুপারভাইজারদের জন্য আয়োজিত 'আমার এলাকায় একটি পাঠাগারের কথা' শীর্ষক একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সুপারভাইজারদের মধ্য ৫ জনকে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়, ৮ জনকে সেরা ও ১০ জনকে ভাল হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগার

মূল্যবান বইয়ের সমাহার নিয়ে এ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগার'। চারশোর মত বই নিয়ে যাত্রা শুরু গ্রন্থাগারটির। এটি সংস্থার সকল কর্মীর জন্য উন্মুক্ত। প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ এখান থেকে পছন্দের বই বাড়িতে নিয়েও পড়তে পারেন। গ্রন্থাগারটিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বই কেনার কাজটি সবসময়ই চলমান।

প্রকাশনা

শিক্ষালোক

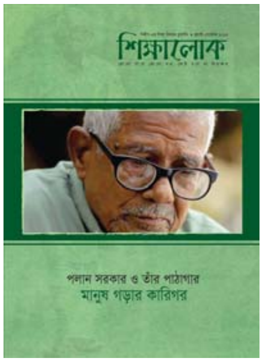

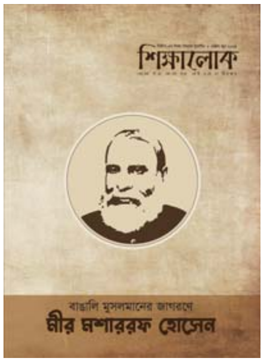

এ অর্থবছরেও সিদীপের শিক্ষাবিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলোর প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল: একুশে পদকপ্রাপ্ত 'বইদাদু' বলে পরিচিত আলোর ফেরিওয়ালা পলান সরকার, ইংরেজ পাদ্রি উইলিয়াম এডাম, জীবনানন্দ দাশ, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখকে নিয়ে। বিষয়ের গুরুত্ব, বৈচিত্র্য ও নান্দকিতার বিচারে প্রতিটি সংখ্যাই শুভানুধ্যায়ী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। সিদীপের সারা বছরের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলনও রয়েছে সংখ্যাগুলোয়।

গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষ

বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে 'গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষ' শিরোনামে একটি বই জুন ২০২৩এ প্রকাশিত হয়েছিল। সিদীপ ও প্রকৃতি কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত এ বইয়ে লিখেছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম ও অন্যান্য। মাঠ পর্যায়ে চাহিদার কারণে এ অর্থবছরে বইটি পুনর্মুদ্রণ করা হয়।

মাতৃভাষা ও শিক্ষা

এ অর্থবছরে সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে নিবেদন করে 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী, ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ কালজয়ী লেখকদের লেখাসহ বর্তমান সময়ের লেখকদের লেখা সংকলিত হয়েছে যেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সাফল্যগাথা

সিদীপের তাল-শজনে প্রশিক্ষণে অনুপ্রাণিত

শামস-উন নাহার

অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করছেন

সিদীপের মুন্সীগঞ্জ শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার শামস-উন নাহার শজনে চাষে এখন সফলতার দোরগোড়ায়। এ সৃষ্টিশীল কাজে অবিরাম উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন এলাকার অন্যদেরও। সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে তাল ও শজনে চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে এসে তিনি এর সম্ভাবনার কথা জানতে পারেন এবং তখন থেকেই নিজে শজনে চাষ করে সফলতা অর্জনের পরিকল্পনা সাজান মনে মনে। প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণে কৃষিবিদ ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা গ্রামাঞ্চলে শজনে ও তালগাছ চাষের সম্ভাবনার যে ধারণা দিয়েছিলেন তারই প্রেক্ষিতে নিজের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করেন তিনি।

একজন কৃতী নারী উদ্যোক্তা হিসিবে এরই মধ্যে বেশ সাফল্য পেয়েছিলেন। করোনা মহামারি শুরু হওয়ার আগে তার বুটিক ও মিনি গার্মেন্টসে ২৫ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছিলেন। সেই ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইলেন শজনে চাষে। করোনা মহামারির কারণে বুটিক ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়াতে বাড়িতে দুটি পুকুর খুঁড়ে মাছ চাষ শুরু করেন। আর সেই পুকুরের পাড় ধরে লাগিয়ে দেন পেঁপে ও শজনের চারা। একটি নার্সারি থেকে ৮৪টি রেড লেডি জাতের শজনে চারা সংগ্রহ করে পুকুরপাড় ও আশপাশের জায়গায় লাগিয়েছিলেন। খুব দ্রুতই বেড়ে উঠতে থাকে শজনে গাছগুলো। কিন্তু এখনো এসব গাছে শজনে ধরছে না বলে অনেকেই তাকে ভয় ধরিয়ে দিয়ে বলেছে যে এগুলো পুরুষ গাছ, শজনে ধরবে না। এতে একটুও বিচলিত হননি তিনি। মনে মনে লাভের অন্য অংক কষছেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এগারো শ টাকা কেজি দরে শজনের পাতা বিক্রি হয়। এ ছাড়া অনন্য পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ শজনে পাতা ব্লেন্ডারে পেস্ট করেও বিভিন্ন চেইন শপে বিক্রি করা যায়।

সাফল্যগাথা

অদম্য কৃষাণী

হাবাধন বিবি

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পোলমগরা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু হাবাধন বিবি। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। ২ ছেলে ৫ মেয়ে। হাবাধন বিবির স্বামী অল্প বয়সেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর ছেলে মেয়েদের ভরনপোষণ, তাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো তার পক্ষে অনেক কষ্টসাধ্য হয়। তিনি এই প্রতিকূলতার কাছে হার না মেনে, কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। হাবাধন বিবি নিজের জমি, পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা চাষ করেন। প্রায়ই হাবাধন বিবি টাকার প্রয়োজনে ঠিক মতো কৃষি কাজ করতে পারতেন না।

এমন সময় তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে হাবাধন বিবি জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের স্বল্প সুদে কৃষি কাজ করার জন্য কৃষি ঋণ প্রদান করে। যে ঋণ গ্রহণ করলে সাপ্তাহিক বা মাসিক কোন কিস্তি দিতে হয় না, ফসল বিক্রয় করে ৬ মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করলেই হয়। এরপর তিনি সিদীপে সদস্য হয়ে শিম চাষের জন্য ২০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। ২০,০০০ টাকা ঋণ পেয়ে তিনি প্রাথমিক ভাবে ৫,০০০ টাকা দিয়ে ৫০ শতক বর্গা জমির ১ বছরের টাকা পরিশোধ করেন। বাকি ১৫,০০০ টাকা দিয়ে ৫০ শতক জমিতে শিমের চাষ করেন এবং মৌসুম শেষে তিনি ৫৫,০০০ টাকার শিম এবং ২০,০০০ টাকার শিমের বীজ বিক্রয় করেন। এতে তার সর্বমোট ৭৫,০০০ টাকা আয় হয়। জমি তৈরী, বীজ ক্রয়, সার ও কীটনাশক ক্রয়ের খরচ বাদ দিয়ে তার নীট আয় হয় ৫৫,০০০ টাকা। পরবর্তী ধাপে তিনি ১৫,০০০ টাকা কৃষি ঋণ গ্রহণ করেন। এবার তিনি ৯০ শতক জমিতে ধান চাষ করেন। ৯০ শতক জমি থেকে তিনি প্রায় ৩০,০০০ টাকার ধান ও ১০,০০০ টাকার খড় বিক্রয় করেন। জমি চাষ, বীজ ক্রয়, সার ও কীটনাশক ক্রয়ের খরচ বাদ দিয়ে তার নীট হয় ২৫,০০০ টাকা।

পূর্ববর্তী সফলতার কারণে চলমান ধাপে সিদীপ থেকে তাকে আবারো ২০,০০০ টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করা হয় এবং কৃষি বিষয়ক পরামর্শ দেয়া হয়। এবার তিনি ৪০ শতক জমিতে শিম ও ২০ শতক জমিতে লাউ, ২০ শতক জমিতে করলা, ৩০ শতক জমিতে ফেলন ডালের চাষ করেছেন। এর মধ্যেই তিনি ৩৫,০০০ টাকার শিম বিক্রয় করেছেন এবং প্রায় ২০,০০০ টাকার লাউ বিক্রয় করেছেন। তিনি জানান যে আরো ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার শিমের বীজ বিক্রয় করেন এবং আরো ১৫,০০০ টাকার লাউ ও লাউয়ের শাক বিক্রয় করতে পারবেন বলে ধারণা করছেন। এছাড়াও করলা বিক্রয় করে ১৮,০০০-২০,০০০ টাকা, এবং ফেলন ডাল থেকে আনুমানিক ১০,০০০ টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তার সবজি চাষে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড় দমনে সার্বিক পরামর্শ প্রদান করেন এবং শিম বিক্রয়ে জন্য চট্টগ্রাম শহরের সবজির আরতের সাথে যোগাযোগ করিয়ে শিমসহ অন্যান্য সবজি বিক্রয়ে সহযেগীতা করেন। যার ফলে তিনি পূর্বের তুলনায় আরও ভালো দামে সবজি বিক্রি করতে পেরে অনেক খুশি। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাকে কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারের ব্যবহার, কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপস 'কৃষকের জানালা'র ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। কঠোর পরিশ্রম ও কৃষি কাজে সঠিক পরিকল্পনা তার সফলতার কারণ।

সাফল্যগাথা

ঘুরে দাঁড়ানো

রাবেয়া ও আমজেদ

নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় মাধবপুর গ্রামের একজন কৃষাণী মোসা. রাবেয়া বেগম, স্বামী- মো. আমজেদ হোসেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামী-স্ত্রী ২ জন ও ৩ মেয়ে। দুই মেয়ের লেখাপাড়া ও তার পরিবারের খরচ চালানো অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। তার নিজের ১২০ শতক জমি যেটা দুজনেই কঠোর পরিশ্রম করে বহুমুখী শাক-সবজি চাষ করেন। প্রতিনিয়তই তাকে কৃষি কাজের খরচের জন্য অর্থের সমস্যায় পরতে হয়। এমন সময় তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে রাবেয়া বেগম সিদীপ সংস্থার সদস্য হন।

প্রথম ধাপে তিনি চিচিঙ্গা চাষের জন্য ২০,০০০ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণ করে সে ১০শতাংশ জমিতে হাইব্রিড চিচিংগা আশা জাতের চিচিংগা এবং সাথি ফসল হিসেবে ডাঁটাশাক ও লালশাকের চাষ করেন। ১০ শতক জমি থেকে তিনি ২,০০০ কেজি চিচিংগা বাজারে বিক্রয় করেন। চিচিংগা বিক্রয় করে তিনি মোট সত্তর হাজার টাকা পান। সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করেন। পাশাপাশি সাথি ফসল ডাঁটাশাক ও লালশাক বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকা আয় করেন।

পুনরায় দ্বিতীয় ধাপে তিনি টমেটো চাষের জন্য ৩০,০০০ টাকা কৃষি ঋণ গ্রহণ করেন। কৃষিঋণ গ্রহণ করে তিনি ১২ শতাংশ জায়গায় বারি টমেটো-৫ জাতের টমেটোর চাষ করেন। ১২ শতক জমিতে তিনি ২,৫০০ কেজি টমেটো এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। ফলে সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি পঁচানব্বই হাজার টাকা আয় করেন।

তৃতীয় ধাপে তিনি শসা চাষের জন্য ২০,০০০ টাকা কৃষিঋণ নেন। ঋণ গ্রহণ করে তিনি ১২ শতাংশ জায়গায় হাইব্রিড শসা (ময়নামতি জাতের) এবং সাথি ফসল হিসেবে ধনিয়া পাতার চাষ করেন। ১২ শতক জমিতে তিনি ২,৫০০ কেজি টমেটো বাজারে বিক্রয় করেন। টমেটো বিক্রয় করে ৯১,০০০ টাকার শসা বিক্রয় করেন। সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি ৬৬,০০০ টাকা আয় করেন। পাশাপাশি ধনিয়াপাতা বিক্রয় করেও তিনি ৩০,০০০ টাকা আয় করেন।

এছাড়া তিনি ৮ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেন এবং প্রায় বায়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকার বেগুন বিক্রয় করেন। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তিনি নীট আয় করেন চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা এবং ৮ শতক জমিতে মিষ্টিকুমড়া চাষ করে প্রায় ৫০০ পিস মিষ্টিকুমড়া চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। পাশাপাশি মিষ্টিকুমড়া শাক বিক্রয় করেন আরো ১৫,০০০ টাকার। মিষ্টিকুমড়া ও মিষ্টিকুমড়া শাক থেকে তার মোট আয় হয় পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

বহুমুখী সবজি চাষ করার মাধ্যমে তার পরিবারে এখন সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। পাশাপাশি তিনি আরও ২০ শতক চাষের জমি ক্রয় করেছেন। মো. আমজেদ হোসেন জানান যে, তার সবজি ক্ষেতের কোন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন হলে উক্ত ব্লকের ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষিকর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। এছাড়া তাকে ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি ও, ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, কৃষিকল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারের ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বীজ, সার দিয়ে সিদীপ তাকে সহোযোগিতা করেন। বর্তমানে তাকে দেখে আশেপাশের এলাকার আরও অনেক কৃষক বহুমুখী সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।

সাফল্যগাথা

সার প্রকল্প

রুবিনা খাতুন

নাম- মোছা. রুবিনা খাতুন, স্বামী-মো. জাকির হোসেন, গ্রাম-পাজুলিয়া, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর। তিনি মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, চালকুমড়া, লাউ, পেঁপে, ইত্যাদির পাশাপাশি নিজ বাড়িতে কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন। রুবিনা খাতুনের পরিবার অনেক বছর ধরে কৃষিকাজ ও কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের সাথে জড়িত। রুবিনা খাতুন বলেন তার উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার নিজের জমিতে ব্যবহার করেন এবং খুব কমদামে অল্পকিছু সার বিক্রয় করতে পারেন। যার কারনে তারা নিজেদের চাহিদা যতটুকু ঠিক ততোটুকুই কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন। রুবিনা খাতুন লোকমুখে জানতে পারেন যে সিদীপ গাজীপুর সদর ব্রাঞ্চ থেকে স্বল্প লাভে সাধারণ এবং এককালীন ঋণ দিয়ে থাকে। তিনি ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন এবং সিদীপের সদস্য হয়ে এককালীন এস.এম.এ.পি ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণের সময় তাকে সিদীপের পক্ষ থেকে ট্রেনিং প্রদান করা হয়। তিনি ট্রেনিং গ্রহণের সময় জানতে পারেন এক জমিতে কিভাবে অল্পসময়ে ২-৩ ফসল উৎপাদন করা যায় এবং সিদীপ কিভাবে কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করে থাকে। একথা শুনে রুবিনা খাতুন আরও খুশি হন এবং সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার বাজারজাতকরণে সহায়তা করার জন্য বলেন। এরপর রুবিনা খাতুন কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন এবং সিদীপ ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন যাতে তার উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয়ের জন্য তাকে বিভিন্ন কীটনাশকের দোকান ও পাইকারদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয়কেন্দ্রে নেয়ার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এছাড়াও পাইকার যেন তার নিজ বাসা থেকে সকল কেঁচো কম্পোস্ট সার ক্রয় করে নিয়ে যায় এবং তার অনেক লাভ হয় সে ব্যাপারে সহযোগিতা চান। রুবিনা খাতুনের কথা শোনার পর সিদীপ থেকে তাকে গাজীপুর চৌরাস্তা, সাভার, আশুলিয়া, মাওনা ও শ্রীপুরের বিভিন্ন কীটনাশক দোকানের সাথে তার উৎপাদিত সার বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় এবং রুবিনা খাতুন গাজীপুর চৌরাস্তা, সাভার, আশুলিয়া, মাওনা, শ্রীপুরে বিভিন্ন কীটনাশকের দোকানের সাথে যোগাযোগ করে তার সকল উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয় করেন। একসাথে সব কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয় করতে পারায় তিনি আর্থিকভাবে খুব লাভবান হন।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

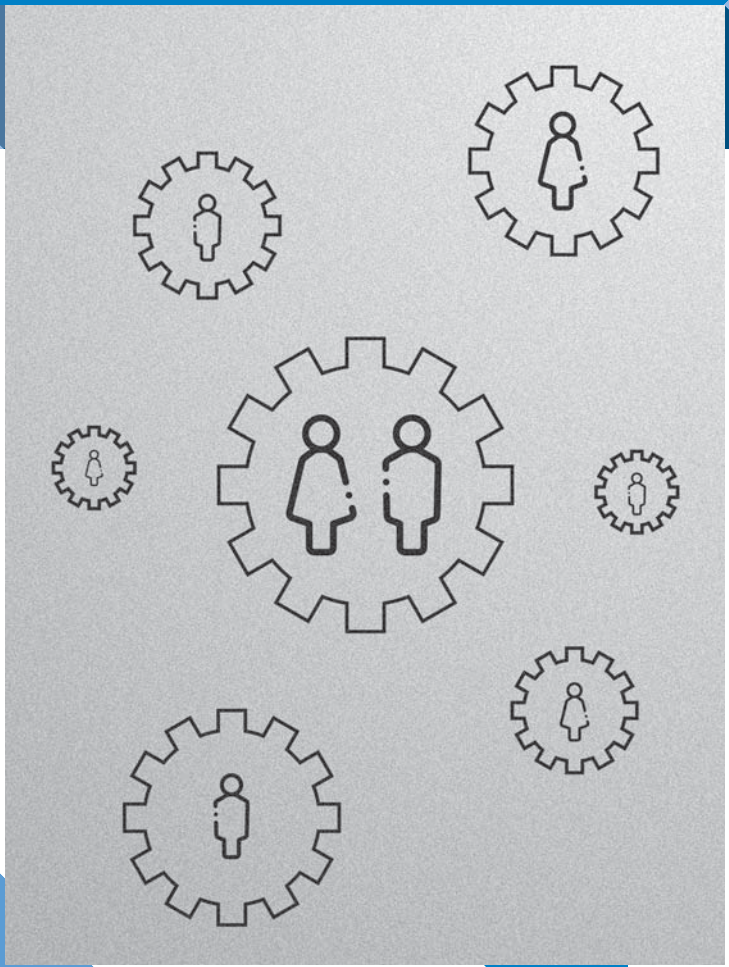

একটি সংস্থার উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মানব-সম্পদ বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। যেকোনো উন্নয়ন সংস্থার সার্বিক উন্নতি ও গতিশীলতার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের প্রধান কাজ হলো: কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা, কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, বেতন ভাতা নির্ধারণ, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, চাকরি শেষে নীতিমালা মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া, কর্মীবান্ধব কর্ম পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি এবং কর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক সেবা প্রদান করাই হচ্ছে মানব-সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ।

সিদীপের এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের আওতায় রয়েছে ৮টি ইউনিট। ইউনিটগুলো হচ্ছে: ১. প্রশাসন, ২. লজিস্টিক, ৩. পার্সোনেল, ৪. পে-রোল এন্ড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ৫. প্রকিউরমেন্ট, ৬. লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স, ৭. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং ৮. ইডি সেক্রেটারিয়েট।

সিদীপে ৬টি কর্মসূচি/বিভাগ এবং ১টি ইউনিট রয়েছে, যারা সম্মিলিতভাবে সংস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসূচি/বিভাগগুলো হলো: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, অন্যান্য/স্পেশাল কর্মসূচি/প্রজেক্ট, এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, ডিজিটাইজেশন বিভাগ ও নিরীক্ষা বিভাগ এবং গবেষণা ও প্রকাশনা ইউনিট।

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সংস্থায় ব্রাঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর পরিধি বা কর্ম-এলাকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সিদীপে নিম্নোক্ত সংখ্যক জেলা ও উপজেলায় কাজ করা হচ্ছে এবং নিম্নোক্ত ব্রাঞ্চ ও সদস্য সংখ্যা রয়েছে:

বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে	বৃদ্ধি
জেলা	৩০	৩০	-
উপজেলা	১৬৬	১৬৯	৩
ব্রাঞ্চ	২০১	২২৬	২৫
সদস্য সংখ্যা	২,৯৮,৫৬৫	৩,১৭,১৭৪	১৮,৬০৯

সিদীপের মোট জনবল

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	এসএলডিপি	নিরীক্ষা বিভাগ
২১১৬	২৮৩২	৩০৭	৮৯	২	৩৮

অন্যান্য (কৈশোর কর্মসূচি ও সিএফএলআই প্রকল্প)	ভ্যালু চেইন প্রকল্প	এসএমএপি (জাইকা)	বিডি রুরাল ওয়াশ	প্রধান কার্যালয়	মোট জনবল
৪	৫	১০	১	১২৬	৫৫৩০

নারী কর্মী ৬১%

পুরুষ কর্মী ৩৯%

মোট ৫৫৩০ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। গত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৫৪৬৫ জন। মোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫ জন। এই অর্থবছরে জনবল বৃদ্ধির হার ১.১৮%।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, গ্রেড প্রদান/পদোন্নতি

নিয়োগ ৯৪১ জন	স্থায়ীকরণ ২৬৪ জন	গ্রেড প্রদান/পদোন্নতি ২৯৬ জন

কর্মী প্রণোদনা

সিদীপ কর্মীগণ নিয়মিত বিভিন্ন প্রণোদনা পেয়ে আসছে। কাজের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নীতিমালা অনুযায়ী তা দেয়া হয়ে থাকে। উৎসাহ বোনাস, বিভিন্ন ঋণ সুবিধা ইত্যাদি। প্রণোদনা প্রদানে সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক।

সিদীপে কর্মরত কর্মীদের সন্তান এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস অর্জন করলে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

এস.এস.সির জন্য ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা এবং

এইচ.এস.সির জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ।

তাছাড়া 'মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল' হতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে কর্মীদের বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পিকেএসএফ থেকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশনায় অসচ্ছল সদস্যগণের সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বহাল রয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থ বছরে প্রদান করা হয়েছে:

উদ্দেশ্য	কর্মী সংখ্যা/পরিবার	টাকার পরিমাণ
চিকিৎসার (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) জন্য	৩১ জন	১১,৬৩,৯৪৫/- (এগারো লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ)
মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ	৩ পরিবার	১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ)

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও এক্সপোজার ভিজিট

চলতি অর্থবছরে মোট ৯৬২৮ জনকে ৩৮২টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬৭টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন এবং রিফ্রেশার প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সমিতির সদস্য (উপকারভোগী) এবং সিদীপের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীসহ মাঠপর্যায় হতে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ। এর মধ্যে সিদীপের নিজস্ব আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ে ৩৩টি বিষয়ের উপর ৪৫৬৮ জনকে এবং মাঠপর্যায়ে ৪টি বিষয়ের উপর ৪৮৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও, এ অর্থবছরে কর্মক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বাইরেও ১৫৯ জনকে পিকেএসএফসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে আছে এমআরএ, পিকেএসএফ, সিডিএফ, O-Creeds, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি।

এছাড়াও স্টাফ মোটিভেশন এবং কর্মী উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ, সামিট, কনফারেন্স, এক্সপোজার ভিজিটসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কর্মীদেরকে বিদেশে পাঠানো হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিটে তুরস্ক, নেপাল ও থাইল্যান্ডে ৪৫ জন, লন্ডনে ১ জন (কনফারেন্সের প্যানেল স্পিকার হিসেবে), থাইল্যান্ডে ১ জন (কনফারেন্সে যোগদান) এবং দুবাইয়ে ৯ জনকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে যা কর্মী উন্নয়ন ও কর্মীর প্রেষণা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ এবং অর্জন

- নতুন ব্রাঞ্চ হয়েছে ২৫টি।
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত সিদীপের প্রধান কার্যালয় বাবর রোডে স্থানান্তর হয়েছে।
- সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:
    - বিভিন্ন ধর্মালম্বী নারী ও পুরুষদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা প্রার্থনা রুম
    - CRÈCHE
    - ফিটনেস সেন্টার (জিম)
    - ইনডোর গেমস্
    - লাইব্রেরি ইত্যাদি।
- কর্মীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'Hello Call' প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সরাসরি তাদের যেকোন বিষয়ে এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মীদের সাথে নির্দ্বিধায় কথা বলার/ শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছেন। সে অনুযায়ী এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এই অর্থবছরে সর্বমোট ৬,৯৮৪টি Hello Call-এর মাধ্যমে কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা হয় যার প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায় এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
- এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ সংস্থার কর্মীদের এই অর্থ বছরে মূল্যবোধ ও কর্মসন্তুষ্টি জরিপ পরিচালনা করেন। উক্ত জরিপে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের মোট ২,০৫১ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।
- 'Employee Engagement Program' এর আওতায় বছরব্যাপী বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা হয়েছে যা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে।
- প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি সুষ্ঠু ও কর্মীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরীর জন্য কর্মীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিমালা হালনাগাদ, বৈষম্যমুক্ত কর্মপরিবেশ, নারী-বান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, ওয়ার্কশপ, লিফলেট তৈরী ইত্যাদি সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হচ্ছে যা চলমান আছে।
- শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ২৬ জনকে এবং উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ২৩ জনকে।
- সিদীপ ভবনে পূর্বের ট্রেইনিং ফ্লোরের সাথে আরেকটি ট্রেইনিং ফ্লোর সংযুক্ত হয়েছে।
- বছরব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনসহ বিবিধ ইভেন্ট যেমন: কর্মী সম্মেলন, পিঠা উৎসব, নারী দিবস, শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মেলন, সিদীপ নতুন কার্যালয় উদ্বোধন ইত্যাদি সফলভাবে আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডিজিটাইজেশন

ডিজিটাইজেশন ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন: সংস্থার উন্নয়নের নতুন দিগন্ত

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার একটি সংস্থার সেবার মান উন্নয়ন এবং কার্যক্রম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিদীপ-এর ডিজিটাইজেশন বিভাগ সংস্থার কার্যক্রমকে আরও সহজ, উন্নত এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার আমাদের সেবার মান উন্নত করার পাশাপাশি গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

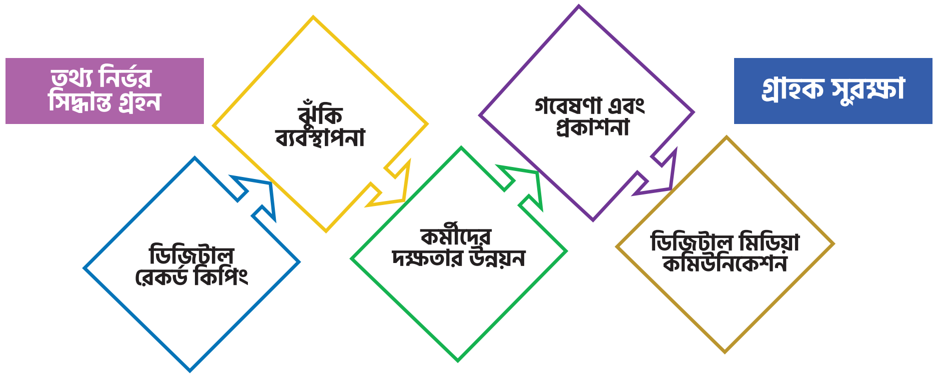

গ্রাহক সুরক্ষা

বরাবরের মতোই বছরের শুরু থেকে সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষা সিদীপের মূল লক্ষ্য ছিল। প্রান্তিক সদস্যদের আরও সহজ, দ্রুত এবং নিরাপদ লেনদেনের সুবিধার্থে সংস্থায় একই সাথে তিনটি এমএফএস অপারেটর নগদ, বিকাশ এবং উপায়-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং গত অর্থবছরে সংস্থার আদায় ১০০ কোটি টাকা অতিক্রমের মাধ্যমে সিদীপ একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এমএফএস ব্যবহার করে সদস্যদের কোন প্রকার চার্জ ছাড়া মাসিক কিস্তি ও সঞ্চয় প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন ফেসবুকের মতো জায়ান্ট সোশ্যাল মিডিয়ার মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর নিরিখে শীর্ষ তিন অবদানকারীর দেশের তালিকায় অবস্থান করছে! সিদীপের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ গত এক বছরে প্রায় ৩ লাখ ইউজারের কাছে পৌঁছেছে, যা আমাদের ডিজিটাল উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়া, অফিসিয়াল লিংকডইন পেইজও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫০ হাজার ইউজারকে রিচ করেছে। সংস্থার সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা, খবর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত এবং কার্যকরভাবে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

তথ্য নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ডিজিটাইজেশন বিভাগ সংস্থার ফ্রন্ট-মিড-টপ লেভেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সময়মতো ডাটার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করছে, যা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। সদস্যদের ঋণের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি ডাটা-ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে FINSCORE® নামক একটি ক্রেডিট স্কোরিং মডেল ৮টি শাখায় পাইলটিং পর্যায়ে চালু করা হয়েছে। উক্ত মডেলের জন্য ৪টি সেকশনে মোট ৪১টি প্যারামিটারের মাধ্যমে সদস্যর বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয় এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সদস্যর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য একটি মডেলের মাধ্যমে স্কোর হিসাব করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ওয়েব পোর্টাল-এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল পরিবেশে, কার্যকরী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তথ্য সুরক্ষা এবং ICT সিস্টেমের নির্বিঘ্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলির ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের কার্যক্রমসমূহ আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জাতীয় ICT নীতি এবং PKSF-এর ICT নির্দেশিকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি "সিদীপ আইসিটি ম্যানুয়াল" প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্থা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কার্যক্রম আরও কার্যকরী ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস হতে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) কার্যক্রম দেশের শীর্ষ ৫০টি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে পাইলটিং করা হয়। সিআইবি-তে সংস্থার পাইলটিং শাখাগুলো হতে সাবজেক্ট এবং কন্টাক্ট ডাটার মোট ৩৭টি প্যারামিটারে সিআইবি সফটওয়্যারে সাবমিট করা হয়। বর্তমানে সিআইবি আওতাভুক্ত সিদীপের মোট ২১টি শাখা পাইলটিংয়ে রয়েছে। সকল সাধারণ সদস্য এবং ঋণী সদস্যের ব্যক্তিগত তথ্যের সঠিকতা যাচাই ও গ্রাহক প্রোফাইলিং আরও শক্তিশালী করতে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এবং বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন কমিশন

অধিদপ্তরের আওতায় গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১৯,২৫৬টি ঋণের NID Verification সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল রেকর্ড কিপিং

প্রতিষ্ঠানে কাগজবিহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক রেকর্ড কিপিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে সকল শিসক শাখায় একটি মোবাইল অ্যাপ সফলভাবে রোলআউট করা হয়েছে। বর্তমানে অ্যাপ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য, অভিভাবকদের তথ্য, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্যের মাধ্যমে বিশদ বিশ্লেষণ এবং তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রগতি ট্র্যাক করতে সক্ষম করে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৪৮,০০০ প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, অ্যাপে "মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার" নামে একটি নতুন মডিউল সংযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে মুক্তপাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা সুপারভাইজারের ভিজিটের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

পেনশন ব্যবস্থাপনা আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি পেনশন মডিউল তৈরি করা হয়েছে, যা সংস্থার কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন

যেকোন প্রযুক্তিগত উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন মূলত কর্মীদের ডিজিটাল প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে। সিদীপের ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাইজেশন বিভাগ কর্মী প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করছে। এর লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন বিষয়ে ৫৩টি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেছে যার মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

নতুন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন এবং সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে ডিজিটাইজেশন বিভাগ হতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার প্রয়াস করা হচ্ছে। যারই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ডাটা এনালাইটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন ও প্রোগ্রাম বিভাগের যৌথ প্রয়াসে A Holistic Overview of Agricultural Practices among CDIP Beneficiaries in Salimgonj Area: Current Status, Persistent Problems, and Promising Prospects শীর্ষক গবেষণাপত্র Research in Agriculture, Livestock and Fisheries নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটিতে বাংলাদেশের সালিমগঞ্জ এলাকায় সিদীপের বিতরণকৃত ঋণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং টেকসই কৃষি বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান বাধাগুলি মোকাবেলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সিদীপ আরও আধুনিক, কার্যকরী ও গ্রাহকদের আরও উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যান্য কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান

গৃহহীনদের জন্য গৃহ ও ল্যাট্রিন নির্মাণ

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বসাধারণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নে বিভিন্নভাবে জরিপ করে প্রকৃত গৃহহীনদের মাঝে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে গৃহ ও ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন প্রদানের জন্য বাজেট অনুমোদন হলেও করোনার কারণে কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাজেট অনুমোদন করা হয়। নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তালিকা অনুযায়ী ৪০টি ঘর ও ৪০টি ল্যাট্রিন এবং গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৫টি ঘর ও ৪৫টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাজেট অনুমোদন করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান, মেম্বার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গৃহহীনদের মাঝে ঘর ও ল্যাট্রিনগুলো বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য মোট ৩৫,৯৭,১৪৪ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত চুয়াল্লিশ) টাকা ব্যয় হয়। উল্লিখিত কাজের জন্য এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৩,২৭,৫৪০ (তিরানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকা সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়।

কৈশোর কর্মসূচি

মেধা ও মননে সুন্দর আগামি এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে সিদীপ ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অংশগ্রহণে তিনটি জেলায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ) কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো। এছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের ক্রীড়ামুখী ও সংস্কৃতিমনা হিসেবে গড়ে তুলতে এবং তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩টি জেলার একটি করে উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি কিশোর ক্লাব ও একটি কিশোরী ক্লাব গঠন করে এ কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছে। তিন উপজেলায় দুইজন উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার ও একজন উপজেলা প্রোগাম অফিসার (ইনচার্জ) কর্মরত আছেন। বছরব্যাপী তারা নিজ নিজ কর্ম-এলাকায় কিশোর ও কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে নানামুখী আয়োজনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছেন। যার মধ্যে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড (প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন), শুদ্ধ উচ্চারণ ও সফ্ট স্কিল প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ম্যারাথন দৌড়/সাইকেল র‍্যালী, উঠান বৈঠক, ইউনিয়ন কমিটির সভা, উপজেলা সমন্বয় সভা, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনডোর ও আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব

আয়োজন, উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন ও কৈশোর মেলা আয়োজন উল্লেখযোগ্য। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ৭৮টি কিশোর ও ৭৮টি কিশোরী ক্লাব (মোট ১৫৬টি ক্লাব), মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ১১টি ইউনিয়নে ৯৯টি কিশোর ও ৯৯টি কিশোরী ক্লাব (মোট ১৯৮টি ক্লাব) এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নে ৪৫টি কিশোর ও ৪৫টি কিশোরী ক্লাব (মোট ৯০টি ক্লাব), সর্বোপরি ৩ জেলায় ৪৪৪টি কিশোর ও কিশোরী ক্লাবে ৫,৫৫৯ জন কিশোর ও ৪,৮৭৯ জন কিশোরীকে নিয়ে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিজয়দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২০২৩ সালের বিজয়দিবস উদযাপন করেছে সংস্থা। সিদীপ তার প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে। শাখা অফিস থেকে স্থানীয় প্রশাসন নির্দেশিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসুচির সব শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের জন্য এ উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে সিদীপ। সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সব শাখা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণ করে। এ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটায় সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এতে সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদাসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীগণ অংশ নেন। মূল আলোচক হিসেবে জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে উল্লেখ করেন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) নেতৃত্বে সব এনজিও'র অংশগ্রহণে প্রভাতেফেরিতে অংশ নেয় এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার নেতৃত্বে সিদীপ প্রতিনিধি দল জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন।

ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সিদীপের নতুন ভবনে পিঠা উৎসব

বাঙালি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বরাবরই উৎসাহিত করে থাকে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস। কর্মস্থলের শত ব্যস্ততার মাঝেও সিদীপ কর্মীগণ বিভিন্ন পার্বণে বাঙালি লোকজ সংস্কৃতি ধারণ করে উৎসবে মেতে ওঠেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ নতুন সিদীপ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব। প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীর অংশগ্রহণে সকাল ১১টায় এই পিঠা উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসব উদ্বোধন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা।

সিদীপ ভবনে একুশে পদকপ্রাপ্ত আলহাজ্ব রফিক আহামদকে সংবর্ধনা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'মমতা'র প্রধান নির্বাহী জনাব আলহাজ্ব রফিক আহামদ "সমাজসেবা" ক্ষেত্রে একুশে পদক-২০২৪ লাভ করেছেন। তাঁর এই অসামান্য অর্জনের জন্য সিদীপ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে অভিবাদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব রফিক আহামদসহ মমতা ফাউন্ডেশন-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক, সাধারণ পর্ষদের সদস্য ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ।

সোস্যাল লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএলডিপি)

জুন ২০২৩ শেষে এসএলডিপি-র স্টকে ৭.৬৮ কোটি টাকার পণ্য ছিল। ৪ জুলাই ২০২৩এ এমআরএ-র সার্কুলার লেটার-৭৬এর মাধ্যমে কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা পাওয়ার পর নতুন কোন পণ্যের অর্ডার প্রদান করা হয়নি। ব্রাঞ্চ স্টকের পণ্যগুলো দ্রুত বিক্রয় করে স্টক শূন্য করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৭.৩২ কোটি টাকার স্টককৃত পণ্য বিক্রয় হয়। এ কর্মসূচি থেকে সিদীপের নতুন ভবনে ব্যবহারের জন্য সৌজন্যমূলকভাবে বেশ কিছু পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে। জুন ২০২৪ শেষে স্টকে ২০.৭৫ লক্ষ টাকার পণ্য রয়েছে। পণ্যগুলো বিক্রয়ের মাধ্যমে স্টক শূন্য করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

সিদীপের বার্ষিক প্রোগ্রাম মিটিং-২০২৩

কুষ্টিয়ার 'দিশা টার্কে' ২০২৩এর ২৯ থেকে ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে সিদীপের বার্ষিক প্রোগ্রাম মিটিং। সিদীপের সকল ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণ, সকল বিভাগীয় প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এতে অংশ নেন।

নারী দিবস

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বে প্রতি বছর অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দিবসটি পালিত হয়। এ উপলক্ষে ৭ মার্চ ২০২৪ প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে আয়োজন করেছিল নানা অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিকভাবে এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'নারীর সম-অধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ'।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বরাবরের মতো এবারও সিদীপ যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া। এ সময় সংস্থার সকল কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিদীপের নতুন প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন

ঢাকায় বাবর রোডে সিদীপের নতুন প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে ২ জানুয়ারি ২০২৪এ। উদ্বোধন করেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ্। এ উপলক্ষে সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারির সভাপতিত্বে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের সহধর্মিণী জনাব নাঈমা খাতুন, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ। সিদীপের সুন্দর প্রকাশনা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এমআরএ-এর পরিচালক জনাব মুহম্মদ শহিদুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ এবং সিআইবি ম্যানেজমেন্ট শাখা) জনাব নূরে আলম মেহেদী ও নির্বাহী পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) জনাব মুহম্মদ মাজেদুল হক।

আলোচনাসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. আব্দুল আউয়াল, পপি-র ডিরেক্টর মো. মশিউর রহমান, দিশা কুষ্টিয়ার সহকারী নির্বাহী পরিচালক ও সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য জনাব নাজমুস সালেহীন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা।

জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির উদ্যোগে মাইক্রোফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MF-CIB) তে এমআরএ-র কনফারেন্স রুমে ২০২৩এর ১৮ অক্টোবর সিদীপসহ শীর্ষ ৫০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফের এএমডি কর্তৃক সিদীপ প্রকল্প পরিদর্শন

১২ অক্টোবর ২০২৩এ আশুলিয়া শাখায় পিকেএসএফের PACE প্রকল্পের আওতায় সিদীপের ভ্যালু চেইন প্রকল্প ও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন পিকেএসএফের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. ফজলুল কাদের।

দক্ষিণ এশীয় ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা নেটওয়ার্কের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক

সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা ১৪ জুলাই ২০২৩এ ব্রিটেনের লন্ডনস্থ ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে South Asia Micro-Entrepreneurs Network শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে গ্রামীণ উন্নয়ন, বিপণন এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় তার অন্তর্দৃষ্টির আলোকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: এমএফআই-এর জন্য এর অর্থ কী?' বিষয়টির ওপর তাঁর প্রাঞ্জল বক্তব্যে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

দুবাইয়ে South Asia's Financial Inclusion Training (S-FIT) শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্যানেলিস্ট হিসেবে কথা বলছেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা

৫-৯ মে ২০২৪এ South Asian Micro-Entrepreneurs Network Entrepreneurs কর্তৃক দুবাইয়ে আয়োজিত South Asia's Financial Inclusion Training (S-FIT) শীর্ষক প্রশিক্ষণে সিদীপ-এর একটি টিম অংশগ্রহণ করে। সেখানে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ডাটা ড্রিভেন ডিসিশান মেকিং, ডিজিটাল মাইক্রোফাইন্যান্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের The Role of Policy & Regulation in Sustainable Growth শীর্ষক সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন MRAএর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ্ (ছবিতে সর্বডানে)। তাঁর পাশে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা।

আগামীর স্বপ্ন পূরণে কর্মী সমাবেশ

১৭-১৮ ও ২৪-২৫ মে সংস্থার সকল জোনের কর্মীদের নিয়ে 'আগামীর স্বপ্ন পূরণে কর্মী সমাবেশ'-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি। তিনি সকল কর্মীর উদ্দেশ্যে উৎসাহমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সংস্থার পরিচালক (প্রোগ্রাম) গত পাঁচ বছরে কর্মসূচির অগ্রগতি ও আগামীতে করণীয় তুলে ধরেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সমাবেশে বলেন, 'কর্মী সমাবেশ থেকে যে সকল প্রস্তাবনা আসবে তার মধ্যে যেগুলো সম্ভবপর সংস্থার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।' তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মী সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে।

আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা

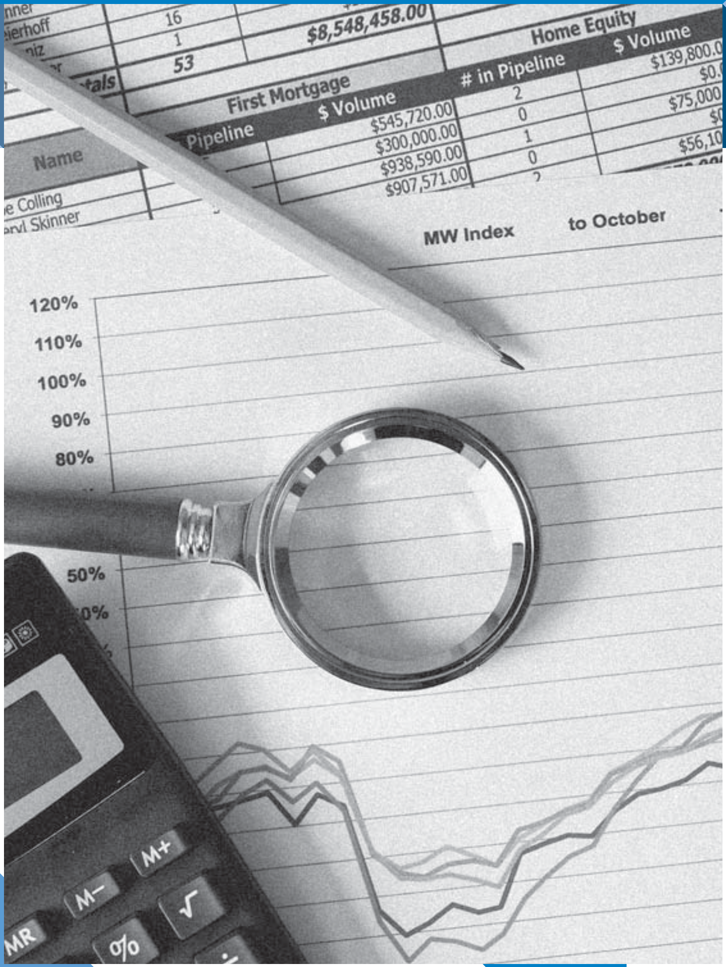

আর্থিক অবস্থা

Performance Area	Jun'20	Jun'21	Jun'22	Jun'23	Jun'24
Financial Self Sufficiency (FSS)	127.78%	124.50%	132.17%	123.95%	128.56%
Debt to Capital Ratio	2.00	2.35	3.03	2.78	2.64
Capital Adequacy Ratio	38.98%	33.50%	27.90%	28.57%	30.73%
Current Ratio	1.65	1.60	1.41	1.77	1.84
Liquidity to Savings Ratio	25.58%	19.26%	21.62%	19.69%	26.91%
Rate of Return on Capital	9.82%	10.78%	15.19%	22.00%	17.95%
Debt Service Cover Ratio	1.10	1.11	1.10	1.11	1.08

উপরোক্ত তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

Financial Self Sufficiency (FSS)

Total Income - Grant Income / Financial & Operational Cost + Provision+Inputed Cost of Capital) *100

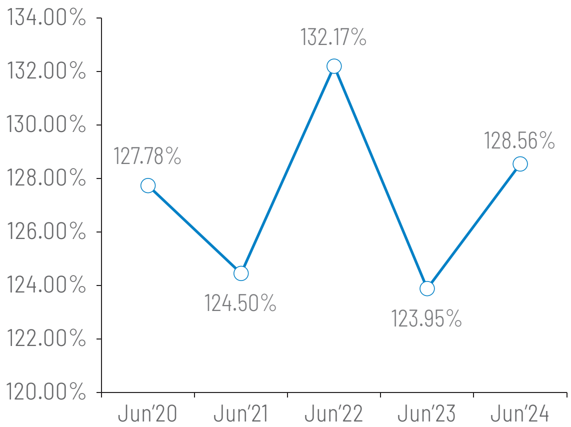

বিগত বছরের উদ্বৃত্ত হয়েছিল ৮৪৯ মিলিয়ন টাকা যেখানে চলতি বছরের উদ্বৃত্ত হয়েছে ৮৩৫ মিলিয়ন টাকা। জুন '২২এ Inflation rate ছিল ৬.১৫% যেখানে জুন '২৩এ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৯.০২% বিধায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতা হ্রাস পেয়েছিল। তবে জুন '২৪এ Inflation rate (৯.৭২%) তুলনামূলক কম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত বছরের তুলনায় উদ্বৃত্ত কম হলেও আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Debt to Capital Ratio

Debt/Total Capital (Net worth)

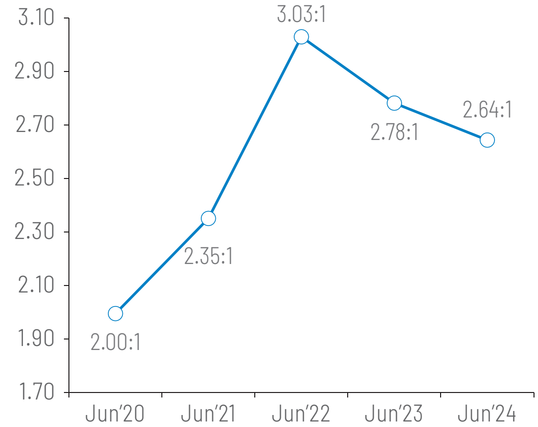

বিগত বছরে ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ৭৯৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৮৪০ মিলিয়ন টাকা যেখানে চলতি অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ৭৮৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় ১৫০৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে অনুপাত দাড়িয়েছে ২.৬৪ : ১। এই অনুপাতের ক্ষেত্রে এমআরএ-এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ ৯ : ১।

Capital Adequacy Ratio

Total Capital/Total Asset- (Cash+Bank+STD+Govt. Securities)

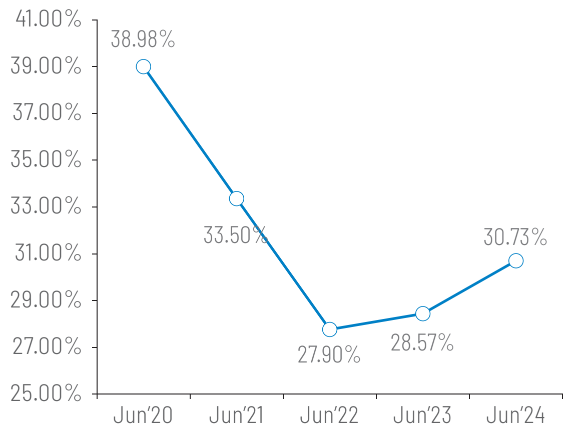

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুঁজি ১৮.৪০% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৭৬%। গত অর্থবছরের তুলনায় মূলধন পর্যাপ্ততা ২.১৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৭৩%এ দাড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হলো ন্যূনতম ১৫%।

Current Ratio

Current Asset/Current Liability

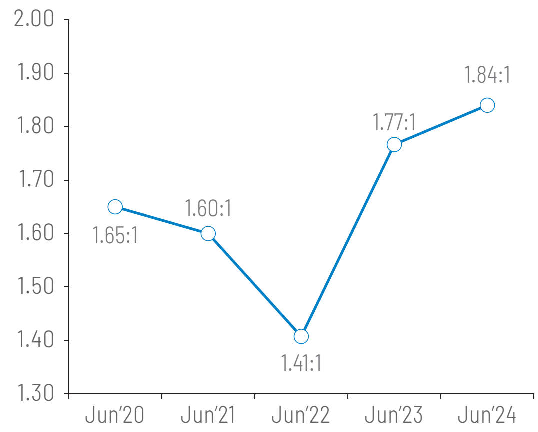

এই অর্থবছরে চলতি দায় ৮.৬৬% বৃদ্ধি পেলেও চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.১০%। ফলস্বরূপ, চলতি অনুপাত গত বছরের তুলনায় ০.০৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থবছরে চলতি অনুপাত ১.৮৪ : ১। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ২ : ১।

Liquidity to Savings Ratio

Savings FDR/Total Savings Fund(Member seving deposit)

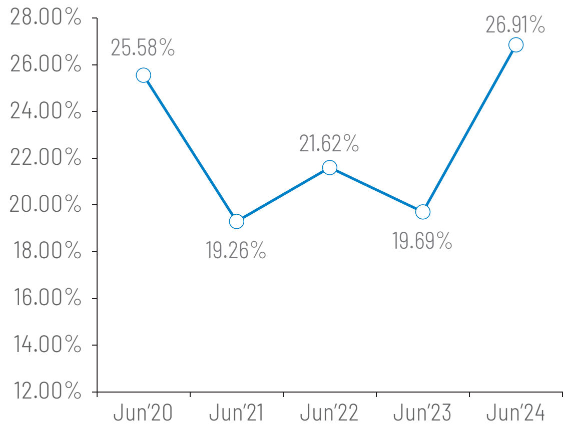

এই অর্থবছরে সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৮৯% এবং তারল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬.২০%। সেজন্য সঞ্চয়ের তারল্য গতবছর থেকে ৭.২২% বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৯১% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১০%।

Rate of Return on Capital

Surplus for the year/Average Capital Fund

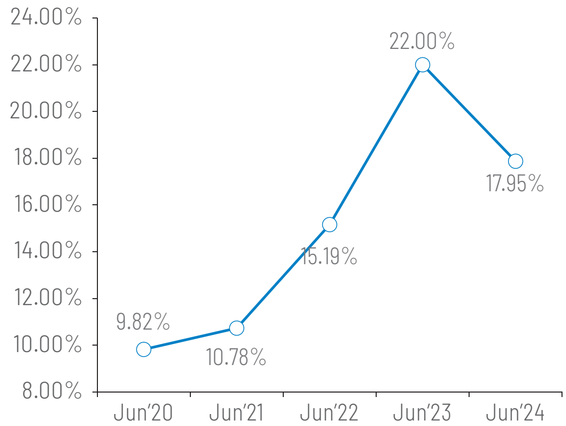

গত অর্থবছরের তুলনায় গড় মূলধন হতে আয় ৪.০৫% হ্রাস পেয়ে ১৭.৯৫% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১%।

Debt Service Cover Ratio

Surplus + Principal & Service charge Paid / Principal & Service charge paid

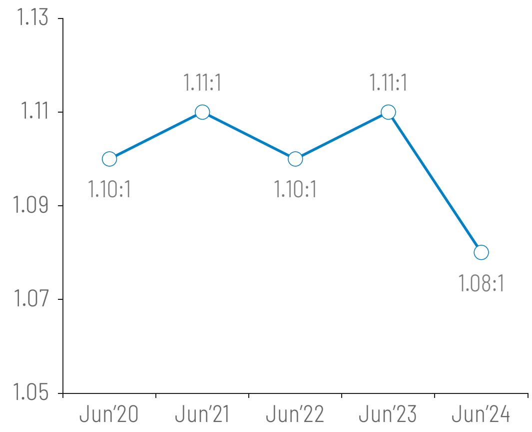

এ অর্থবছরে আমাদের দায় পরিশোধ ক্ষমতা হয়েছে ১.০৮ : ১ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হচ্ছে ১.২৫ : ১।

আর্থিক উৎস

Performance Area	2023-2024		2022-2023		2021-2022		2020-2021		2019-2020	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Equity/Net worth	7,267	36.84%	6,166	35.50%	5,060	34.84%	3,980	38.30%	3,423	40.56%
Members Savings Deposits	6,433	32.61%	5,599	32.24%	4,693	32.31%	3,983	38.31%	3,551	42.07%
PKSF	1,206	6.11%	1,271	7.32%	1,149	7.91%	1,070	10.29%	792	9.39%
IDCOL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5	0.05%	8	0.09%
Commercial Bank & NBFI	4,392	22.26%	3,915	22.54%	3,205	22.07%	951	9.14%	270	3.20%
Bangladesh Bank	430	2.18%	417	2.40%	417	2.87%	407	3.91%	396	4.69%
Total	19,727	100%	17,369	100%	14,525	100%	10,395	100%	8,441	100%

উপরোক্ত তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

Debt Service Cover Ratio

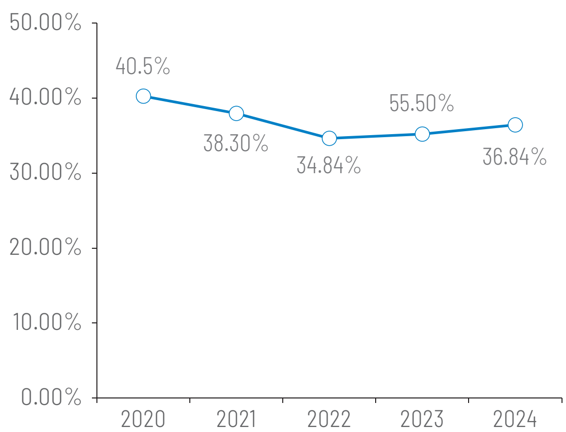

Members Savings Deposits

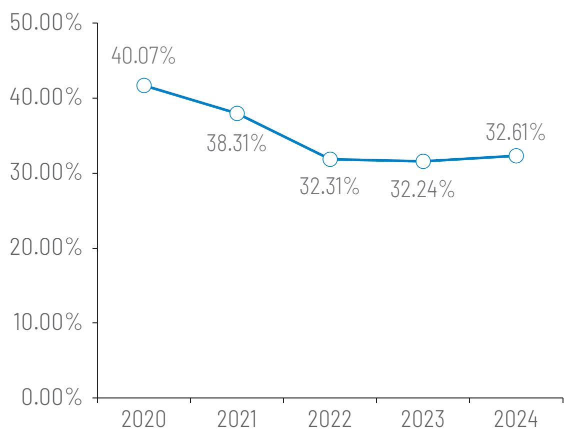

PKSF

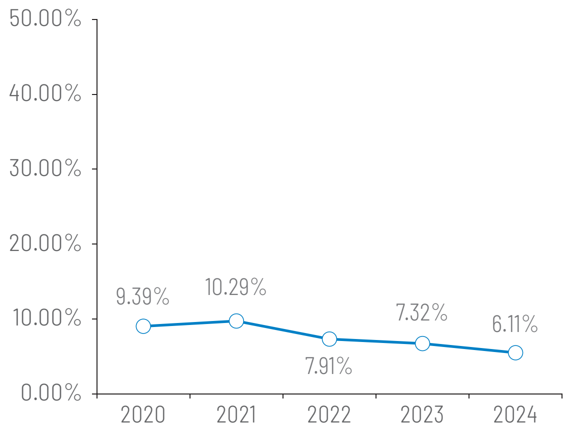

IDCOL

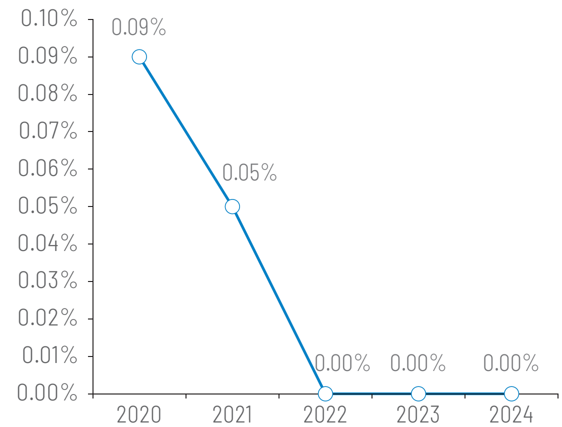

Commercial Bank & NBFI

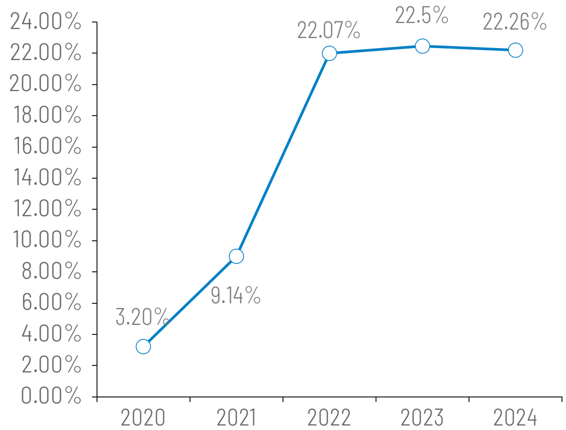

Bangladesh Bank

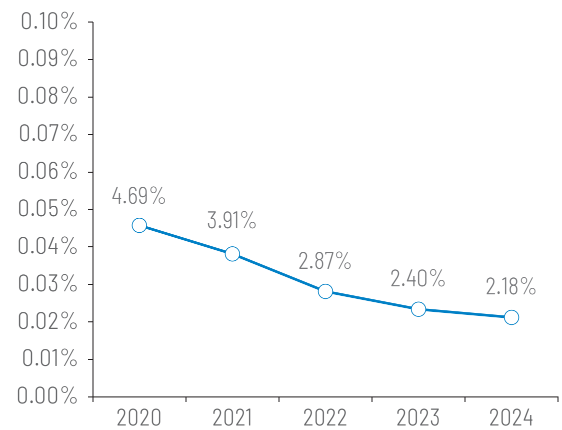

Financial Source (2023-2024)

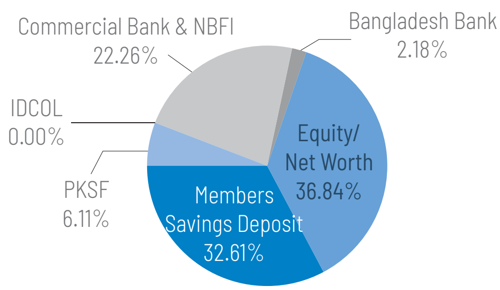

Financial Source (2022-2023)

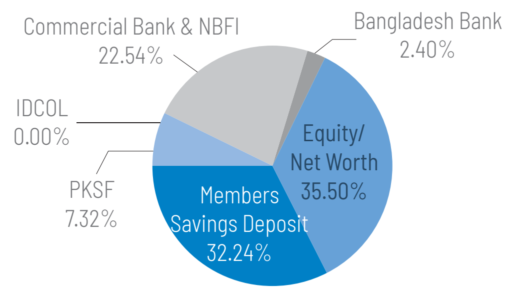

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০২২-২০২৩) মোট ১৭,৩৬৯ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে যথাক্রমে ৩৫.৫০% ইকুইটি, ৩২.২৪% সদস্যদের সঞ্চয়, ৭.৩২% পিকেএসএফ ঋণ, ২২.৫৪% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২.৪০% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) মোট ১৯,৭২৭ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে যথাক্রমে ৩৬.৮৪% ইকুইটি, ৩২.৬১% সদস্যদের সঞ্চয়, ৬.১১% পিকেএসএফ ঋণ, ২২.২৬% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২.১৮% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে।

সম্পদ বিন্যাস

Particulars	2023-2024		2022-2023		2021-2022		2020-2021		2019-2020	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Property, Plant & Equipment	834.24	4.23%	699.79	4.03%	129.15	0.89%	128.35	1.23%	115.30	1.37%
Loan Portfolio	15932.49	80.77%	14515.72	83.57%	12567.93	86.53%	8988.71	86.47%	6996.57	82.89%
Fixed Diposit	1389.22	7.04%	1161.04	6.68%	1116.69	7.69%	778.95	7.49%	692.77	8.21%
Other Assets	118.97	0.60%	168.07	0.97%	140.33	0.97%	110.98	0.07%	87.08	1.03%
Cash & Bank Balance	1452.36	7.36%	824.29	4.75%	570.40	3.93%	388.07	3.73%	549.35	6.51%
Total	19727.28	100%	17368.91	100%	14524.49	100%	10395.06	100%	8441.07	100%
Growth	2358.38	13.58%	2844.41	19.58%	4129.43	39.72%	1954.00	23.15%	1017.41	13.70%

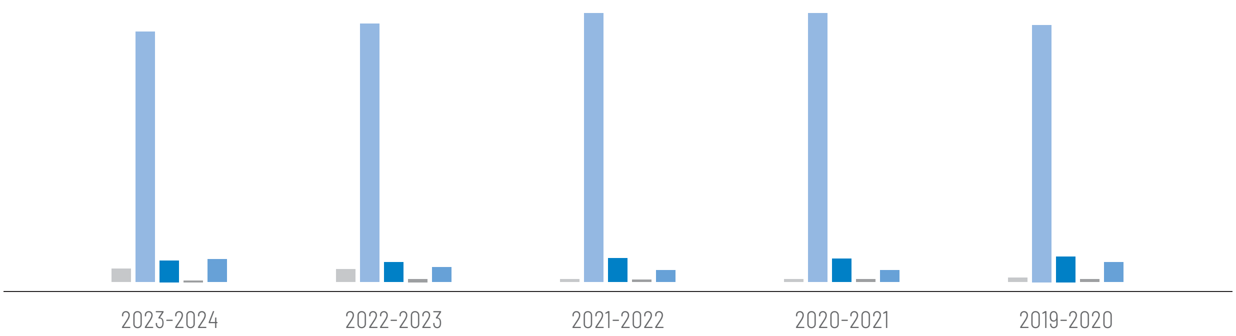

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০২২-২০২৩) যথাক্রমে ৪.০৩% সম্পত্তি, ৮৩.৫৭% ঋণ স্থিতি, ৬.৬৮% স্থায়ী আমানত এবং ০.৯৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ৪.৭৫% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) যথাক্রমে ৪.২৩% সম্পত্তি, ৮০.৭৭% ঋণস্থিতি, ৭.০৪% স্থায়ী আমানত এবং ০.৬০% অন্যান্য সম্পদ এবং ৭.৩৬% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রতি অর্থবৎসরে দুইবার ও ফিল্ড পর্যায়ের শাখাসমূহের সকল কার্যক্রম প্রতি অর্থবৎসরে কমপক্ষে দুইবার 'সার্বিক ও সাধারণ' নিরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ নিরীক্ষা করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণকালে সংস্থার সকল প্রকার নীতিমালার বাস্তবায়ন ও পরিপালন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে এবং সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও সকল কর্মসূচির গুণগতমান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা করে থাকে বলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন রকম ভুলভ্রান্তি হয় কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও সমিতি পর্যায়ে সরাসরি যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য জুন '২৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৩৮ জন এবং প্রধান কার্যালয়ে হেড অব অডিটসহ ৬ জন নিরীক্ষক কর্মরত রয়েছে। অর্থাৎ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড পর্যায়ে সর্বমোট (৬+৩৮)= ৪৪ জন নিরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

ফিল্ড পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ নিরীক্ষণ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ঋণ কর্মসূচির বকেয়া আদায়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পাশাপাশি অধিক বকেয়া রয়েছে এমন ব্রাঞ্চের বকেয়া আদায়েও নিরীক্ষকগণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম দু'ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন: ১. সার্বিক ও ২. সাধারণ নিরীক্ষা। এ ছাড়াও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিরীক্ষকগণ বিশেষ নিরীক্ষাসহ তদন্ত কাজ করে থাকেন।

নিরীক্ষকদের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে দুই বার তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সময়ে সময়ে নিরীক্ষকগণের সাথে জুম মিটিং এর মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কাজের সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

এছাড়া, নিরীক্ষা বিভাগের কাজকে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ রাখার উদ্দেশ্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে সদস্য সচিব করে সংস্থার বাহিরের ৪ (চার) জন সম্মানিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট ১টি অডিট কমিটি রয়েছে। অডিট কমিটি সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে তিন মাস পর পর মিটিং করে থাকেন।

নিরীক্ষা বিভাগ থেকে নিরীক্ষণ কাজের আলোকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিমাসে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. শাখাভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে অডিট আপত্তি, পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনীমূলক প্রতিবেদন।

২. প্রতিমাসের শাখার নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে অডিট সামারি প্রতিবেদন।

৩. গুরুত্বপূর্ণ অডিট ফাইন্ডিংস নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়।

৪. সংস্থার গভর্নিং বডির মিটিং ও অডিট কমিটির মিটিংয়ে অডিট সামারী প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ চলতি অর্থবৎসরে সংস্থার ২২৬টি শাখায় ২২০টি সার্বিক ও ২৬৯টি সাধারণ নিরীক্ষাসহ সর্বমোট (২২০+২৬৯) = ৪৮৯টি নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

শাখা পর্যায়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক ও সাধারণ উভয় প্রকার নিরীক্ষার পরিকল্পনা ও অর্জন

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সাধারণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
২০৯	২২০	১০৫%	৩০২	২৭০	৮৯%	৫১১	৪৯০	৯৬%

শাখা পর্যায়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক ও সাধারণ উভয় প্রকার নিরীক্ষার পরিকল্পনা ও অর্জন

প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সমৃদ্ধি কর্মসূচীর নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			কৈশোর কর্মসূচীর নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
০২	০২	১০০%	০২	০২	১০০%	০২	০২	১০০%

প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষণ: চলতি অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের কার্যক্রম ২ বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে।
সমৃদ্ধি ও কৈশোর কর্মসূচি: এছাড়াও চলতি অর্থবছরে সমৃদ্ধি ও কৈশোর কর্মসূচি ২ বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

Independent Auditor's Report

To the Governing Body of Centre for Development Innovation and Practices (CDIP)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the Consolidated Financial Statements of Centre for Development Innovation and Practices (CDIP), which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June 2024, and the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Receipts and Payments, Consolidated Statement of Cash Flows and Consolidated Statement of Changes in Fund for the year then ended 30 June 2024, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant Accounting Policies.

In our opinion, the accompanying Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position of Centre for Development Innovation and Practices (CDIP) as at 30 June 2024, and its financial performance, its cash flows and its receipts and payments for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations including MRA guidelines.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), International Accounting Standards (IASs), Rules and Regulations of Micro Credit Regulatory Authority (MRA) and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

Corporate Office:
SMC Tower (Level 5 & 7) 33, Banani C/A
Road 17, Dhaka-1213, Bangladesh
Phone : +880-2-222275057-58
+880-2-222275365-66
E-mail : info@mabsj.com
Web : www.mabsj.com, www.nexia.com

MABS & J Partners, Dhaka, Chartered Accountants

Chattogram Office :
Jahan Building 5 (Level 3)
74 Agrabad C/A, Chattogram-4100, Bangladesh
Phone : +88-01722-156260
E-mail : info@mabsj.com
Web : www.mabsj.com, www.nexia.com

Member firm of Nexia International, UK

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Organization's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieved fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 25 SEP 2024

Nasir U Ahmed
FCA, FCS, CGMA, ACMA(UK), FCA (England & Wales)
Deputy Managing Partner
DVC No.: 2409250535AS439976
ICAB Enrollment No: 0535

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2024

Amount in Tk.

Particulars	Notes	As at 30-Jun-24	As at 30-Jun-23
ASSETS			
A. Non-current assets		**963,762,461**	**778,247,174**
Property, Plant and Equipment	6.00	836,455,829	696,510,725
Capital Work-in-Progress	7.00	-	2,530,000
Intangible assets	8.00	1,097,964	748,838
Long term investment	9.00	126,208,668	78,457,611
B. Current Assets		**18,763,517,084**	**16,590,664,244**
loan to members & Customers	10.00	15,932,492,522	14,515,719,255
Short term investment	11.00	1,263,213,533	1,082,583,750
Bills & other receivables	12.00	59,077,802	45,126,288
Advance, deposits and prepayments	13.00	53,370,847	47,807,936
Store & spares	14.00	3,006,237	75,141,679
Cash & Cash Equivalents	15.00	1,452,356,143	824,285,336
Total Assets (A+B)		**19,727,279,545**	**17,368,911,418**
Capital Fund and Liabilities			
C. Capital Fund		**5,040,817,105**	**4,257,506,000**
Cumulative surplus	16.00	4,509,867,813	3,810,031,454
Reserve fund	17.00	530,949,292	447,474,546
D. Other funds	18.00	697,968,883	577,939,121
E. Non-Current Liabilities		**3,798,178,096**	**3,155,705,488**
Loan from PKSF	19.00	507,270,840	511,341,668
Loan from Commercial Bank & NBFI	20.00	6,805,483	105,522,133
Members savings deposits	21.00	2,197,062,012	1,650,578,302
Provision for Expenses	22.00	680,845,350	558,330,510
Other payables	23.00	406,194,411	329,932,875
F. Current Liabilities		**10,190,315,461**	**9,377,760,809**
Loan from PKSF	24.00	698,362,500	759,995,833
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	25.00	430,000,000	417,000,000
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	26.00	4,384,930,855	3,809,680,439
Members savings deposits	27.00	4,235,656,925	3,948,384,999
Provision for Expenses	28.00	269,070,608	224,246,996
Other Payables	29.00	172,294,573	218,452,542
Total Capital Fund and Liabilities (C+D+E+F)		**19,727,279,545**	**17,368,911,418**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Digitization)** **Executive Director** **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 25 SEP 2024

Nasir U Ahmed
FCA, FCS, CGMA, ACMA(UK), FCA (England & Wales)
Deputy Managing Partner
DVC No.: 2409250535AS439976
ICAB Enrollment No: 0535

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2024

Amount in Tk.

Particulars	Notes	For the year ended 2023-2024	For the year ended 2022-2023
A. Revenue		**3,524,142,669**	**3,092,994,684**
Service charges income	30.00	3,424,007,719	3,034,664,869
Bank Interest on Investment	31.00	90,410,640	53,252,664
Issue of Pass book, Form & Other	32.00	4,432,300	4,219,965
Grant Income	33.00	-	120,000
Others Income	34.00	5,292,010	737,186
Sale	35.00	83,229,644	543,508,951
Less: Cost of Good Sold	36.00	69,889,929	474,295,723
B. Gross Profit		**13,339,715**	**69,213,228**
Operating Income (A+B)		**3,537,482,384**	**3,162,207,912**
Non Operating Income			
Bank Interest	37.00	25,655,697	10,206,849
		3,563,138,081	**3,172,414,761**
Operating Expenses		**2,696,600,132**	**2,291,098,164**
Personnel Expenses	38.00	1,214,003,811	1,044,097,798
General & Administrative Expenses	39.00	175,492,804	156,936,246
Selling & Distribution Expenses	40.00	793,593	6,272,214
Financial Expenses	41.00	975,291,854	765,537,173
Depreciation & Amortization	42.00	11,612,783	11,011,390
Loan Loss Provision Expense (LLPE)		319,405,287	307,243,343
Profit Before Tax		**866,537,949**	**881,316,597**
Income Tax Expenses	43.00	31,870,531	32,115,882
Excess/(deficit) of income over expenditure after tax		**834,667,418**	**849,200,715**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Digitization)** **Executive Director** **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 25 SEP 2024

Nasir U Ahmed
FCA, FCS, CGMA, ACMA(UK), FCA (England & Wales)
Deputy Managing Partner
DVC No.: 2409250535AS439976
ICAB Enrollment No: 0535

Centre for Development Innovation and Practices

Consolidated Statement of Receipts and Payments

For the year ended June 30, 2024

Amount in Tk.

Particulars	For the year ended 2023-2024	For the year ended 2022-2023
Opening Balance	**820,637,817**	**570,398,300**
Cash in hand	3,312,428	20,612,067
Cash at bank (Operating Account)	812,603,675	537,534,394
Cash at Bank (Investment Account)	4,721,714	12,251,839
Receipts	**39,088,033,605**	**36,249,285,797**
Loan realized from beneficiaries	21,860,819,292	19,439,199,140
Loan received from PKSF	807,125,000	751,500,000
Loan received from Bank & NBFI	7,405,003,000	5,894,700,000
Service Charge Income	3,059,227,329	2,759,637,153
Bank Interest	32,075,269	13,025,793
Receipt from members	4,435,820	4,225,450
Members Savings	5,130,911,246	4,464,812,577
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	306,196,823	236,328,315
Staff Security Deposits	490,000	481,000
Fixed Deposits Encashment	157,535,996	649,144,833
Interest	87,444,336	34,655,311
Advance Received	9,306,771	2,554,276
Received from Various program	6,440,396	3,881,066
Others Income	111,371,412	1,192,633,729
Staff loan realized	10,475,547	1,476,108
Balance Payable with Others Fund	9,789,805	237,456,415
Loan Loss Provision (LLP)	99,615	121,878
Travel Incentive	297,805	5,112,000
Sale	83,617,808	558,340,753
Retained Surplus	5,370,335	-
Total	**39,908,671,422**	**36,819,684,097**
Payments	**38,456,315,279**	**35,995,398,761**
General and Administrative Expenses	1,345,887,864	2,684,018,219
Selling & Distribution Expenses	-	920,676
Personnel Expenses	90,492,268	97,656,202
Loan Disbursement to Beneficiaries	26,278,746,000	23,638,017,500
Loan Refund to PKSF, Bank & NBFI	7,946,068,412	6,364,901,427
Financial Expenses	633,470,996	436,942,692
Savings and Security Refund	1,503,132,172	1,384,636,153
Capital Investment	533,613,884	700,289,017
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	55,662,638	12,881,830
Advances, Deposits and Prepayments	64,767,815	641,809,877
Inventory	-	222,895
Balance Payable with Others Fund	4,205,478	22,014,117
Advance paid to PKSF	-	660,000
Prior Year Adjustment	267,752	10,428,156
Closing Balance	**1,452,356,143**	**824,285,336**
Cash in hand	51,066,312	3,312,428
Cash at banks (Operating account)	1,369,492,620	812,697,393
Cash at banks (Investment account)	31,797,211	8,275,515
Total	**39,908,671,422**	**36,819,684,097**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Digitization)** **Executive Director** **Chairman**

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 25 SEP 2024

MABS & J Partners Chartered Accountants Dhaka

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended June 30, 2024

Amount in Tk.

Particulars	For the year ended	
	30-Jun-24	30-Jun-23
A. Cash Flow from Operating Activities:		
Profit for the year	834,667,418	849,200,715
Surplus transfer from Solar Program	5,095,710	-
Adjustment for:		
Prior year adjustment	268,934	(10,278,666)
Reserve Fund	83,302,765	81,784,050
Loan Loss Provision	165,728,359	282,896,548
Other Funds	120,029,762	122,177,614
Adjustment with surplus fund	(134,878,012)	(126,369,418)
Donation and Subscription	(50,000)	-
Depreciation and amortization for the year	8,767,068	9,281,334
(i) Operating profit before working capital changes	1,082,932,004	1,208,692,177
Non-cash items		
Loan disbursed to members	(26,278,746,000)	(23,638,017,500)
Loan realized from members	21,860,819,292	19,439,199,140
Loan adjustment with members	3,001,153,441	2,250,726,213
Fund Received	1,515,688	13,838,802
Fund Payment	(4,205,478)	(22,014,117)
Fund Adjustment	1,377,994	8,770,298
Increase/decrease in inventories	71,217,082	(5,416,749)
Increase/decrease in current assets	(18,311,227)	(25,561,229)
Increase/decrease in current liabilities	33,519,268	57,234,127
(ii) Adjustment per changes in working capital	(1,331,659,940)	(1,921,241,015)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(248,727,936)**	**(712,548,838)**
B. Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, plant and equipment	(146,625,001)	(731,615,813)
Investment	(233,080,840)	(40,647,862)
Net cash used in Investing Activities	**(379,705,841)**	**(772,263,675)**
C. Cash Flow from Financing Activities:		
Loan received from PKSF	807,125,000	751,500,000
Loan received from JICA for SMAP	430,000,000	417,000,000
Loan received from Bank & NBFI	6,975,003,000	5,477,700,000
Members Savings Collection	5,130,911,246	4,464,809,077
Members Savings Refund	(1,464,110,956)	(1,383,706,161)
Members Savings Adjustment	(2,833,044,654)	(2,175,533,544)
Loan Repayment to PKSF	(872,829,161)	(629,620,833)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(417,000,000)	(417,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(6,495,902,372)	(4,766,448,990)
Net Cash flows from financing activities	**1,260,152,103**	**1,738,699,549**
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	**631,718,326**	**253,887,036**
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year	820,637,817	570,398,300
Cash and bank balance at the end of the year	**1,452,356,143**	**824,285,336**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) | Director (Finance & Digitization) | Executive Director | Chairman

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 25 SEP 2024

MABS & J Partners, Chartered Accountants, Dhaka

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Changes in Equity
For the year ended June 30, 2024

Amount in Tk.

Particulars	30-Jun-24	30-Jun-23
Balance as at July 01, 2023	**4,252,410,290**	**3,463,169,320**
Add: Surplus transfer from Solar Program	5,095,710	-
Add: Surplus during the year	834,667,418	849,200,715
Add: Prior year's adjustment	268,934	(10,278,666)
Less: Donation during the year	50,000	-
Add/Less: City Foundation Award Fund	(400,000)	-
Social Development Activities:		
Add/Less: Transferred to Health support program	(1,996,312)	4,110,616
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(43,661,908)	(37,580,141)
Add/Less: Transferred to Life Style Development Program	(427,976)	(458,283)
Add/Less: Transferred to Adolescent-Cultural & Sports Program	(666,907)	(578,000)
Add/Less: Transferred to Beggers & Shelterless Rehabilitation	(3,597,144)	(5,406,996)
Add/Less: Transferred to Bangabandhu Scholarship	(825,000)	(903,000)
Add/Less: Transferred to Relief and Rehabilitation Program	-	(1,721,048)
Add/Less: Transferred to Investigative Research	-	(2,048,516)
Balance as at June 30, 2024	**5,040,817,105**	**4,257,506,000**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) | **Director (Finance & Digitization)** | **Executive Director** | **Chairman**

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 25 SEP 2024

MABS & J Partners * Dhaka * Chartered Accountants

মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান

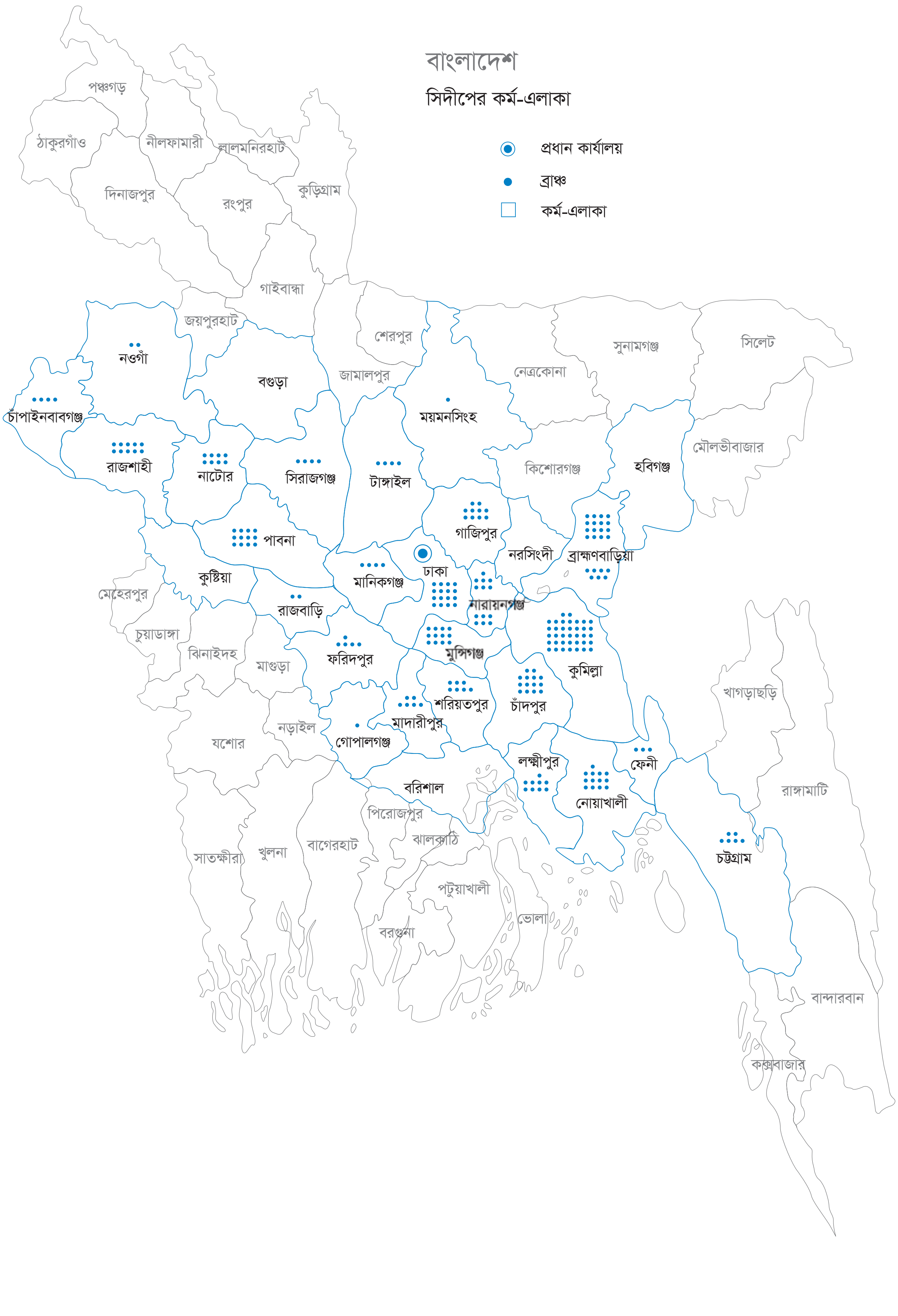

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ি ২২/৯, ব্লক বি, বাবর রোড
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ০২-৪৮১১৮৬৩৩, ০২-৪৮১১৮৬৩৪
info@cdipbd.org
www.cdipbd.org

Design and Production: IRC